ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 October, 2023 ■ আগরতলা ২ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ১৪ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সত্তরে পা দিল জাগরণ

সুনীল দেবনাথ

শৈশব, কৈশোর, যৌবন কাটিয়ে রাজ্যের প্রথম দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র জাগরণ আজ ৭০ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই ঐতিহ্যময় পদার্পণ শুধু জাগরণ পরিবার কিংবা রাজ্যবাসীর গর্ব নয়, গোটা দেশবাসী ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য অন্যতম গর্বের বিষয়। গুটি গুটি পায়ে নানা ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করে ৭০তম বর্ষে জাগরণ-এর পদার্পণ নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীও বটে। জীবন যৌবন উজাড় করে দিয়ে তিনি সংবাদপত্রকে আগলে রেখেছিলেন। বার্ধক্যে এসে যখন সংবাদপত্র প্রকাশনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন এই সংবাদপত্র প্রকাশের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে দিয়েছিলেন তৎকালীন লড়াকু যুবক বর্তমান সম্পাদক শ্রদ্ধেয় পরিতোষ বিশ্বাস মহোদয়ের হাতে। জাগরণ নিয়মিত প্রকাশ করা যে মোটেই সহজ ছিল না সংবাদপত্র জগতসহ সকলেই অবগত রয়েছেন। তদুপরি আধ পেটা খেয়ে জাগরণ সংবাদপত্র নিয়মিত প্রকাশ করা থেকে পিছুপা হননি বর্তমান সম্পাদক মহোদয়। যদিও বর্তমানে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। তবুও নিয়মিত সংবাদপত্র প্রকাশে আগ্রহের কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি। জাগরণের সত্তর তম বছরে পদার্পণ দিবসে সংবাদপত্রটির উত্তোরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সকলের প্রত্যাশা।

ঐতিহ্য বুকে আগলে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই মূল লক্ষ্য। ১৯৫৪ সালের ২রা অক্টোবর রাজ্যের বুকে আত্মপ্রকাশ ঘটে দৈনিক সংবাদপত্র জাগরণ-এর। সূচনাতেই দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় জাগরণ। ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র ইতিহাসের পাতায় স্থায়ী হয়ে যায় জাগরণ-এর নাম। সেদিনের একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্রটি আজও সগৌরবে প্রকাশিত হচ্ছে। কালের বিবর্তনের সাথে জাগরণেরও পরিবর্তন হয়েছে। এনেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে হাত মিলিয়েছে প্রযুক্তির সাথেও। এসবের মধ্যে সত্যনিষ্ঠ খবর পরিবেশনে আজও অবিচল। নানা ঘাত—প্রতিঘাত সত্বেও এগিয়ে চলেছে। দিনে দিনে বেড়ে চলেছে মানুষের চাহিদা, বেড়েছে গ্রহণযোগ্যতা। জাগরণ লক্ষ্যে অবিচল।

সংবাদপত্রের ভূমিকা একটি স্বাধীনতাকামী জাতিকে কতটা উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা ইতিহাসে লেখা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক গবেষণায় নতুন তথ্য পাওয়া যাবে, যা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সময়ের সাক্ষী হয়ে দেশ কিভাবে দেশ হয় তা উপলব্ধি করার সুযোগ থাকবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রায় ১০ মাসে ১৫ লক্ষাধিক মানুষের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ দিতে মুক্তিযুদ্ধের নানা খবর নিয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বচ্ছতায় মজল দেশ, সাফাই অভিযানে এক ঘন্টার শ্রমদানের ধুম

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি/আগরতলা, ১ অক্টোবর।। আজ স্বচ্ছতায় মজেছে গোটা দেশ। সাফাই অভিযানে এক ঘন্টার শ্রমদানে এক প্রকার উৎসবের মেজাজে প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যরা অংশ গ্রহণ করেছেন।

২রা অক্টোবর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী। সেই উপলক্ষ্যে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে এক ঘণ্টা শ্রম দান করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে গোটা দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও বিভিন্ন জায়গায় পালিত হয়েছে স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচী। বাদ যাননি দেশের প্রধানমন্ত্রীও।

এদিন ঝাড়ু হাতে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে নেমেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বচ্ছ ভারতের লক্ষ্যে ঝাড়ু হাতে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২ অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তীর আগের দিন সাফাই অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন তিনি। সেই কারণে ১ অক্টোবর, রবিবার ঝাড়ু হাতে ময়দানে নামতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। এদিন প্রায় ১ ঘণ্টা এই সাফাই অভিযানে অংশ নেন তিনি। সেই ভিডিও প্রধানমন্ত্রী নিজের 'এক্স' হ্যান্ডেলে পোস্টও করেন। এই অভিযানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ফিটনেস বিশেষজ্ঞ অঙ্কিত বাইয়ানপুরিয়া। ক্যাপশানে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "আজ, ভারতের লক্ষ্য স্বচ্ছতা।"

ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, হাতে গ্লাভস পরে ময়লা পরিস্কার করছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। একটি বাগানে ঝাড়ু নিয়ে বাগানটি ঝাড়ু দিতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। তাঁর সঙ্গে এই স্বচ্ছতা অভিযানে ছিলেন তরুণ ফিটনেস বিশেষজ্ঞ অঙ্কিত। তবে ঠিক কোথায় ভিডিওটি রেকর্ড করা হয়েছে তা জানা যায়নি। চার মিনিট ৪১ সেকেন্ডের ভিডিওটি নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ক্যাপশানে লিখেছেন, "আজ যেহেতু ভারতের লক্ষ্য স্বচ্ছতা, তাই অঙ্কিত বাইয়ানপুরিয়া এবং আমি একই কাজ করেছি। কেবল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই নয়, আমরা ফিটনেস এবং সুস্থতাকেও মিশ্রিত করেছি। সবটাই স্বচ্ছ এবং সুস্থভারতের ভাবনা।"

এদিকে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহাও স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ দিয়েছেন। আজ আগরতলা পুরনিগমের উদ্যোগে এমবিবি চৌমুহনীতে এক সাফাই অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমের উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে কংগ্রেস: আশীষ কুমার সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। 'সুশাসনের নামে রাজ্যে চলছে দুঃ শাসন। আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকার মিলে শারদোৎসব লগ্নে সম্পদ কর ও বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি সহ আগরতলা শহরে উচ্ছেদের কার্যকলাপ করে এক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এটা বর্তমান সরকারের স্বৈরাচারীপনা। এর বিরুদ্ধে আগামী দিন আন্দোলনে নামতে চলেছে প্রদেশ কংগ্রেস।' রবিবার পোষ্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানিয়েছেন, পিসিসি সভাপতি আশিস কুমার সাহা। বিদ্যুৎ নিগমের অতিরিক্ত মাশুল বৃদ্ধি, পুর নিগমের সম্পত্তিকর বৃদ্ধি এবং সর্বশেষে হকার উচ্ছেদের তীব্র বিরোধীতা করেন আশীষ কুমার সাহা এদিন। তিনি বলেন বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত রাজ্যে পিক আওয়ারে রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে সচল না রেখে বহিঃরাজ্যে বিদ্যুৎ বিক্রি করছে নিগম। লোডশেডিং-র জগৎ -এ ভোক্তাদের ফিরে যেতে হয়েছে। এর উপর গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত মাশুল। পাহাড় প্রমান দুর্নীতির কারনে বিদ্যুৎ নিগম লাভ থেকে লোকসানে পৌঁছে গেছে। এর বিরুদ্ধে তদন্ত করার দাবী জানায় প্রদেশ কংগ্রেস। অবিলম্বে বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়েছে এদিন কংগ্রেসের তরফে।

সম্পদকর বৃদ্ধি করেছে পুর নিগম। তার তীব্র বিরোধীতা করে প্রত্যাহার করারও দাবী জানায় কংগ্রেস।পুনঃ বাসনের ব্যবস্থা না করে রোজগার নষ্ট করে দিচ্ছে পুর নিগম। এটা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিৎ। তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

তিনি আরো বলেন, ভেন্ডারের ব্যবসায়ীদের জন্য কোন ধরনের পুনর্বাসনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১১৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

শচীন দেববর্মণ ত্রিপুরার গ্রাম, পাহাড়, নদী ও প্রকৃতি থেকেই তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। সুর সম্রাট কুমার শচীন দেববর্মণ ভারতবর্ষে ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তিনি ছিলেন কালজয়ী শিল্পী, পরিচালক ও সুরকার। তাঁর সংগীত আজও আমাদের মনে এক অদ্ভূত অনুভূতির সৃষ্টি করে। আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে সুর সম্রাট কুমার শচীন দেববর্মণের ১১৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়জন করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, শিল্পী শচীন দেববর্মণ ত্রিপুরার গ্রাম, পাহাড়, নদী ও প্রকৃতি থেকেই তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, শচীন দেববর্মণ সংগীতের জগতে রাজ্যের জন্য অনেক অবদান রেখে গেছেন। যা বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীদের চলার পথ মসৃণ করেছে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যের শিল্পীদের মধ্যেও প্রতিভার অভাব নেই। রাজ্যের সংস্কৃতি ও সংগীত জগতে জনজাতি সম্প্রদায়ের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পরম্পরার এক বহমান ধারা রয়েছে। জনজাতিদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, কিংবদন্তী শিল্পী কুমার শচীন দেববর্মণ বাংলা ও ত্রিপুরার পল্লীগীতিকে আন্তর্জাতিকস্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। বর্তমান সরকার রাজ্যে তাঁর মর্মর মূর্তি স্থাপন করে তার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেছে। যা আগে হয়নি। তিনি বলেন, শিল্পী কুমার শচীন দেববর্মণ ত্রিপুরা থেকে কখনই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। সুর সম্রাট শচীন দেববর্মণের সাথে আমার শেষ দেখা হয়েছিল শিলং-এ। শচীন দেববর্মণ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর (হি.স) : ফের বাড়ল এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। অক্টোবরের শুরুতেই বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ২০৯ টাকা বাড়িয়েছে তেল কোম্পানিগুলি। বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধিতে প্রভাব হতে পারে হোটেল-রেস্তোরাঁয়। নতুন দরগুলি রবিবার ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হল এলপিজি গ্যাস

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিল্প নগরীতে চুরির হিড়িক, থানায় মামলা, পুলিশ নীরব দর্শক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। বোধজংনগর থানার পুলিশের ব্যর্থতাকে কাজে লাগিয়ে শিল্পনগরীতে চলছে চুরির হিড়িক। একই ফ্যাক্টরিতে একাধিকবার চুরির ঘটনা সংগঠিত হলেও পুলিশ নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে উঠতে একপ্রকার ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে।

অভিযোগ গত ২৮ সেপ্টেম্বর বোধজংনগরস্থিত হিমালয় প্রিমিয়াম প্রাইভেট লিমিটেডে চোর প্রবেশ করে মেশিনের মূল্যবান তার সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে যায়। যথারীতি থানায় অভিযোগ জানানো হয়। পুলিশ সিসি ক্যামেরা ফুটেজ সংগ্রহ করে। কিন্তু তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন অবস্থায় আবারো শনিবার রাত তিনটার নাগাদ চোর ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ করে বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায়।

পরবর্তী সময় আবারো পুলিশকে এ বিষয়ে জানানো হলে পুলিশের হেলদোল প্রত্যক্ষ করতে পারেনি ফ্যাক্টরির কর্মীরা বলে অভিযোগ। প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান কর্মীরা। আরো জানা যায়, চোরের দল মুখে গামছা বেঁধে এসে এই চুরির ঘটনা সংঘটিত করছে। নিরাপত্তার দিক দিয়ে এলাকা হয় এলার্টে থাকলেও কিন্তু পুলিশের দেখা মেলে না রাতের বেলা।

আর সেই সুযোগকে ভালো করে কাজে লাগাচ্ছে চোরের দল। তারা আরো জানান, গত দু বছরে আরো কয়েকটি চুরির ঘটনা হওয়ায় ১০ থেকে ১২ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ এখন পর্যন্ত কোন চোরের টিকির নাগালও পায় নি। কিন্তু এভাবে লাগাতার চুরির ঘটনায় কর্মীদের চাকুরি সংকটের মুখে। ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমছে।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে বড় ভাইয়ের অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত ছোট ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ অক্টোবর।। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ যতদিন যাচ্ছে তত বেড়েই চলেছে। কিছু সংখ্যক কুবুদ্ধি সম্পন্ন তহশিলদার এবং দালালদের কারণে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ পরিবারের মধ্যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ধর্মনগরের দুর্গাপুরের বাসিন্দা মন্টু রায় উনার দুই ছেলের মধ্যে উনার সম্পত্তি ভাগ করে দেন। বড় ছেলে চন্দন রায় এবং ছোট ছেলে গৌতম রায়। কিন্তু সম্পত্তি ভাগ করে দিলেও সঠিক রাস্তা না থাকার কারণে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

এই বিবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অনেক বিচার-আচারের পরও কোন সমাধান না পেয়ে অবশেষে আদালতের দ্বারস্থ হয় দুই পক্ষ। বড় ভাই চন্দন রায়ের কথা অনুযায়ী ছোট ভাই গৌতম রায় নাকি বড় ভাইয়ের ঘরের রাস্তা বন্ধ করে ঘর তুলে নিচ্ছে। তো বড় ভাইয়ের ঘর থেকে বের হওয়ার রাস্তা থাকছে না। তা নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ আরোও বাড়তে থাকে। ছোট ভাই গৌতমের কথা অনুযায়ী তার জায়গায় সে ঘর তুলছে তাকে কেন অযথা বাধা দেওয়া হবে। সে তো বেআইনি কিছুই করছে না। আদালতে মামলা চলাকালীন রবিবার দুপুরে গৌতম খুঁটি নিয়ে তার বাড়িতে ঢুকতে গেলে রাস্তায় চন্দন ধারালো অস্ত্র নিয়ে গৌতমের উপর আক্রমণ চালায়। গৌতম জানায় সে যাতে পালিয়ে না যেতে পারে তার জন্য রাস্তার ওপর প্রান্তে চন্দনের স্ত্রী অর্থাৎ তার বৌদি মীরা রায় পরিকল্পনা করে অপেক্ষা করছিল। গৌতম কোন রকমে পালিয়ে ঘরে গিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে এসে।

সে জানায় তার বড় ভাই চন্দন এবং বৌদি মীরা রায় আট বছর আগে একবার তাকে মারার পরিকল্পনা নিয়েছিল। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার ওপর আক্রমণ করে সে কোন রকমে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে রাতের অন্ধকারে নিজেকে রক্ষা করেছিল। তখনো এদের মামলা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। গৌতম আরো জানায় তার বৌদি মীরা রায়, তার চক্রান্তেই নাকি বড় ভাই চন্দন রায় ছোট ভাই গৌতম রায়কে বারে বারে মারার জন্য আক্রমণ চালাচ্ছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

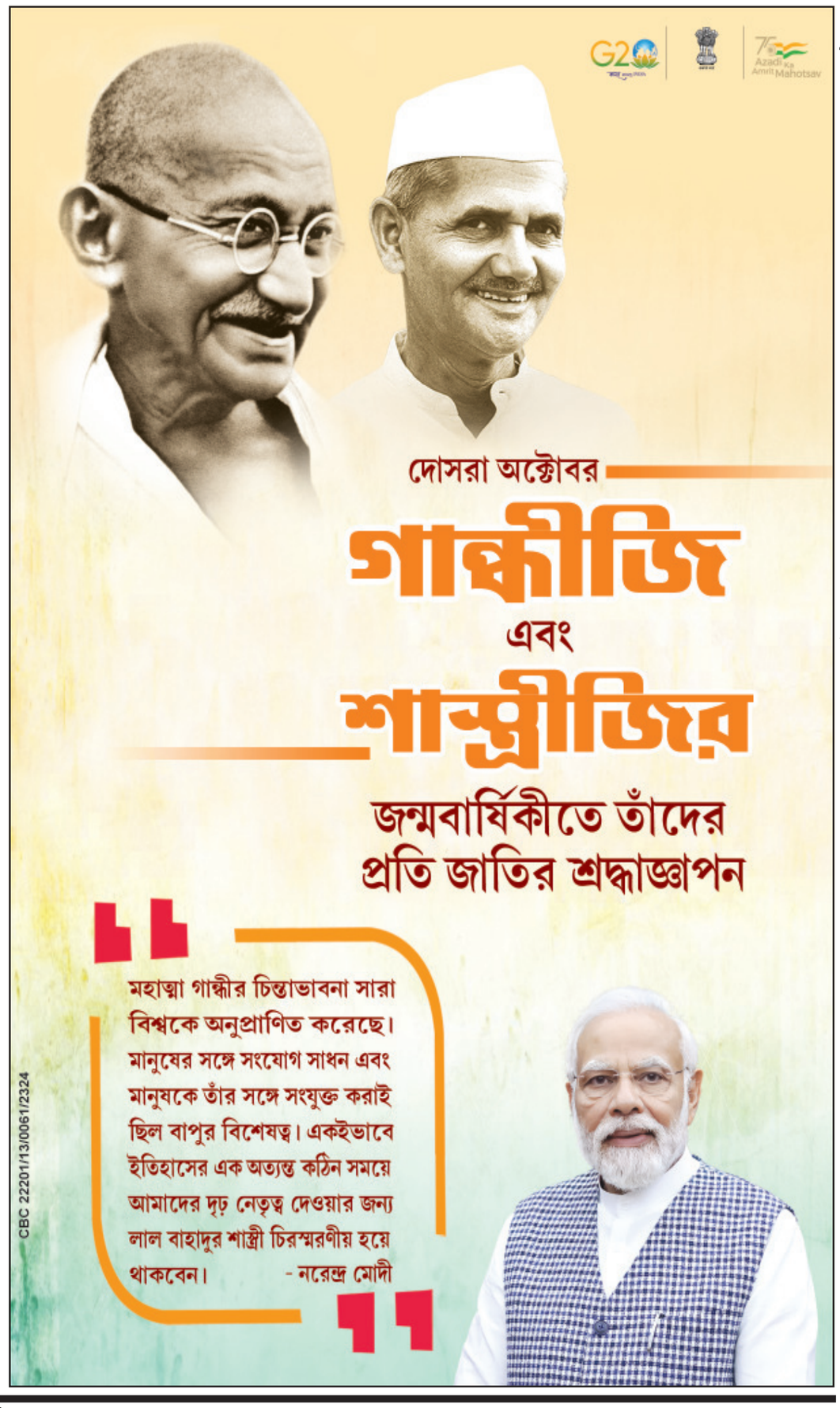

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১ ▫ ২ অক্টোবর ২০২৩ইং ▫ ১৪ আশ্বিন ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

প্রবীণ দিবস হোক মমত্ববোধের পথপ্রদর্শক

ইতিহাস মানেই বিস্ময় ও কৌতূহল! কত ঘটনা ও দুর্ঘটনা মিলিয়া মিশিয়া যে তৈরি হয় মানবসভ্যতার স্বতন্ত্র ইতিহাস, লড়াইয়ের ইতিহাস, তাহার ইয়ত্তা নাই! একেবারে স্বতন্ত্র বিশেষত্ব নিয়া টিকিয়া থাকে ইতিহাসের প্রতিটি দিনই। দিনটি হয়তো সাক্ষী থাকিয়াছিল মানবসভ্যতাকে একেবারে খোলনলচে বদলাইয়া দেওয়া কোনও আবিষ্কারের। অথবা, হয়তো ওই দিনে জন্মগ্রহণ বা মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন মানবসভ্যতার ইতিহাসকে নাড়া দেওয়ার মতো কোনও ব্যক্তিত্ব। কিংবা, হয়তো কোনও ভয়াবহ ঘটনা বা দুর্ঘটনায় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল গোটা বিশ্ব তথা এই দেশ। এমনই প্রতিটি দিনকে এবার থেকে আমরা দেখিব ইতিহাসের চোখে বিগত বছরগুলিতে আজকের দিনে ঘটিয়াছে অনেকগুলি ঘটনা। আজকের দিনটি আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৯১ সাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দিনটি পালনের ঘোষণা করিয়াছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল সারা বিশ্বের বয়স্ক নাগরিকদের অধিকার প্রদান করা। প্রতি বছরের এই দিনটিকে বিশেষভাবে উদযাপন করা হয়। বার্ধক্য মানেই কম-বেশি শরীরে নানা সমস্যা। ক্ষেত্রবিশেষে ঘিরিয়া ধরে মনের নানা অসুখও। একাকিত্ব ও হতাশা যাহার অন্যতম। এমন অবস্থায় কী ভাবে ভাল থাকিবেন প্রবীণরা? এ প্রশ্নে জানিয়া রাখা দরকার, যে কোনও বয়সের মানুষেরই শরীর ও মনে সুস্থ থাকিবার অধিকার রহিয়াছে। বস্তুত প্রবীণদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার তুলিয়া ধরিতে হইবে। বয়স বাড়িলে চিকিৎসকরা ওষুধের মাধ্যমে কিছু সাপ্লিমেন্ট নিতে সুপারিশ করিতে পারেন। ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, ভিটামিন বি৬ বা ভিটামিন বি১২ নেওয়া যেতে পারে। এগুলি নিয়মিত নেওয়া দরকার। এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। তবে অবশ্যই সবটা চিকিৎসকের পরামর্শ মানিয়া নেওয়া উচিত। আজকের এই দিনে সকলকে মনে রাখিতে হইবে বৃদ্ধ পিতা মাতারা জীবন যৌবন উজার করিয়া সন্তানকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। তাহাদের সেই প্রতিদান ফিরাইয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক মা-বাবায় সন্তানের কাছে এটি দাবী করিতেই পারেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হইল বর্তমান নিউক্লিয়াস ফ্যামিলি বা ছোট পরিবারে স্বামী স্ত্রী ও সন্তান ছাড়া বৃদ্ধ পিতা মাতাও পরিবারের বোঝা হিসাবে পরিগণিত হইতেছেন। ইহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। এই ধরনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবার ফলশ্রুতিতে বৃদ্ধাশ্রম এর সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে। অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কত না যন্ত্রণা বুকে চাপিয়া জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইতেছেন তাহা ওইসব বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রিত পিতা-মাতা ছাড়া অন্যদের পক্ষে অনুভব করা সত্যিই কঠিন বিষয়। মনে রাখিতে হইবে আজ যারা পিতা-মাতা আগামী দিন তারা কিন্তু বৃদ্ধ হইবে। এখন যদি তারা বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে সঠিক পরিষেবা না দেন তাহা হইলে তাহাদের সন্তানরা যে চিত্র স্বচক্ষে দেখিতেছে ভবিষ্যতে কিন্তু তাহারাও সেই আচরণই করিবে। নিজেকেও বৃদ্ধাশ্রমে যাইতে হইতে পারে। অতএব সাধু সাবধান। বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি অনুকরণের অবহেলা চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে খাল কাটিয়া কুমির আনিবার চেষ্টা করিলে সেই খালে পরিয়া নিজেদেরকে হাবুডুবু খাইতে হইবে।

ত্রিপুরা বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির ২০তম দ্বি-বার্ষিক সাধারন সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ অক্টোবর।। আজ উদয়পুর পুরপরিষদের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হলো দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির ২০তম দ্বি-বার্ষিক সাধারন সভা। গত ১৯তম বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ২০২১সালের ১৪নভেম্বর।বিগত দুই বছরের উদয়পুর বিভাগের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন উদয়পুর বিভাগের সম্পাদক অপুরাম সরকার। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর বিস্তৃত গঠনমূলক সমালোচনা ও আলোচনা করেন বিভিন্ন পুস্তক ব্যবসায়ী। আজকের এই দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী , কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ শ্রীদাম সাহা, সহ -সম্পাদক অসিত রায়, গোমতী জেলার শিক্ষা আধিকারিক জৈন ভিক্টর রিয়াং,উদয়পুর বিভাগের সম্পাদক অপুরাম সরকার , সভায় সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর বিভাগের প্রাক্তন সম্পাদক সুকমল সাহা। সভায় মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন সম্মানিত অতিথিগন।সম্মানিত অতিথিগনকে ব্যাচ,উত্তরীয় , পুষ্পস্তবক ,ও ডাইরি দিয়ে বরন করেন সম্মেলনের একমাত্র মহিলা সদস্যা গায়েত্রী চক্রবর্তী। সভার শুরুতে উদয়পুর বিভাগের যে সকল সদস্য ঠাকুরের চরনে লীন হয়েছেন তাদের আত্মার সদগতি কামনা করা হয়।উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কঁচিকাকলি অন্বেষা মিত্র। সংগঠনের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরনের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী, শ্রীদাম সাহা , নিতাই দাস , অসীম দত্ত, অপুরাম সরকার। সভায় সঞ্চালনা করেন উদয়পুর বিভাগের সম্পাদক অপুরাম সরকার ও প্রীতম ভট্টাচার্য। সংগঠনের দুই বৎসর মেয়াদ শেষ হওয়ায় আজ নবগঠিত কমিটি গঠন করা হয় ,আগামী দুবৎসরের জন্য। সভায় উদয়পুর বিভাগের ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষনীয়।

নিম্নচাপের প্রভাব কমলেও আজও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রাজ্যে

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি.স) : ঝাড়খণ্ডে সরল নিম্নচাপ। তবে তার প্রভাবে আজও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা পশ্চিমবঙ্গে। আবহাওয়া দফতর আজ দক্ষিণবঙ্গের ৬ জেলা, উত্তরবঙ্গের ৫ জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে। কাল থেকে আরও বৃষ্টি বাড়বে উত্তরে। মঙ্গলবার অতিভারী বৃষ্টি ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে উত্তরবঙ্গে। কলকাতায় হালকা-মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা আগামী দু থেকে তিনদিন।

এদিকে বর্তমানে প্রবল বৃষ্টি চলছে ঝাড়খণ্ডে। ফলে ডিভিসির জল বিপদ বাড়ায় কি না, সে দিকে কড়া নজর নবান্নের। একইসঙ্গে দুর্যোগ যদি কোনওভাবে বেড়ে যায় তা মোকাবিলাতেও সদা সতর্ক রয়েছে নবান্ন। এদিকে হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস এও জানাচ্ছে, নিম্নচাপের ফাঁড়া খানিকটা কাটলেও এদিন পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃষ্টি বাড়বে। নিম্নচাপটি বর্তমানে উত্তর ওড়িশা উপকূল এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করে ঝাড়খণ্ডের দিতে চলে গিয়েছে বলে জানাচ্ছে মৌসব ভবন। কিন্তু, যাওয়ার পথে শক্তি হারালেও প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে বঙ্গোপসাগর থেকে। তাতেই খানিকটা ভয় রয়ে গিয়েছে।

এদিকে নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাজুড়ে দুর্যোগ অব্যাহত রয়েছে। রাতভর একটানা বৃষ্টি চলছে জেলার নানা প্রান্তে। এরমধ্যে সুন্দরবন উপকূলে বৃষ্টির পরিমাণ সবথেকে বেশি। রাতভর বয়েছে দমকা হাওয়া। তবে সকাল থেকে বৃষ্টির পরিমাণ খানিকটা কমেছে। এদিকে এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একদিন আগে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টি হয়েছে ৫৭.৪ মিলিমিটার।

বন্দেমাতরম ও গান্ধিজি

ড. বিমলকুমার শীট

স্বদেশি যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম মন্ত্রবাণী হয়ে উঠেছিল শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতে তথা জাতীয় প্রাণের মন্ত্র। গান্ধিজি পূর্বে স্বদেশি আন্দোলনে এই গানের প্রেরণা দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অচিরেই এই গান সারা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হবে।

ভারতের জাতীয় জীবনে ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতের ভূমিকা উল্লেখ্য। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৭ নভেম্বর এটি রচনা করেছিলেন। এই গানটি তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। অসাধারণ প্রভাবশালী এই সঙ্গীত ব্রিটিশ ভারতের বন্ধন মোচন এক অন্যতম হাতিয়ার। এই সঙ্গীতটি যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্যোতকরূপে বিপ্লবীরা গ্রহণ করেন তখন শাসক শ্রেণি ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতই শুধু নয়, ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করেন। বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও প্রতিষ্ঠান এই ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ‘বন্দেমাতরম’কে () বলেছেন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ‘বন্দেমাতরম’কে ছত্রপতি শিবাজির সমাধি তোরণে উৎকীর্ণ করেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের নেতা গান্ধিজিও এই সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু কালের স্রেতে ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতও তার পূর্ব গৌরব হারিয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনে ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীত হিন্দু-মুসলামনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল বলে যে কয়েকজন নেতা সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন গান্ধিজি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

স্বদেশি যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম মন্ত্রবাণী হয়ে উঠেছিল শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতে তথা জাতীয় প্রাণের মন্ত্র। গান্ধিজি পূর্বে স্বদেশি আন্দোলনে এই গানের প্রেরণা দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অচিরেই এই গান সারা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হবে। ‘ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন’এর পাতায় গান্ধি লেখেন, অন্যান্য দেশের জাতীয় সঙ্গীতের চেয়ে ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীত বেশি মিষ্টি ও এর ভাব মহত্তর। অন্যের প্রতি অপমানের ভাব প্রচারের ক্রুটি থেকে এ গান মুক্ত, এর একমাত্র উদ্দেশ্য অমাদের স্বদেশপ্রেম জাগানো। ‘বন্দেমাতরম’ এর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ গান্ধি স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, এ গানের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা নেই। তিনি যখন বালক, তখন আনন্দমঠ বা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তখন থেকেই ‘বন্দেমাতরম’ তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে আসছে। একবারও তাঁর মনে হয়নি যে এটি শুধু হিন্দুদের জন্য রচিত সঙ্গীত। তাঁর বিশ্বাস ছিল, যদিন জাতি থাকবে, বন্দে মাতরমের মৃত্যু হবে না। ধ্বনি হিসেবেও ‘ভারতমাতা কী জয়’ এর চেয়ে ‘বন্দেমাতরম’ই মহাত্ম গান্ধির কাছে বেশি পছন্দসই চিল, কারণ তাঁর কাছে এটা ছিল বাংলার ভাগবত ও বৌদ্ধিক শ্রেষ্ঠতার স্বীকৃতি। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ অবধি তিনি তাঁর বন্ধুদের যে চিঠি পাঠাতেন তা শেষ করতেন ()

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তাড়নায় ‘বন্দেমাতরম’ বিরোধী প্রচার তুঙ্গে উঠেছিল। প্রকাশ্য জনপথে আনন্দমঠ পুড়িয়ে ফেলা হয়। ‘বন্দেমাতরম’ বিরোধিতার এই আন্দোলনে অবশ্যই মূল্য প্রেরণা ছিল মুসলিম লিগের রাজনীতি। মাদ্রাজ ব্যবস্থার পরিষদে শেষ মহম্মদ লালজান নামে এক সদস্য বললেন, ইসলামকে অপমান করার জন্যই ইসলাম বিরোধী হুঙ্কাররূপে ‘বন্দেমাতরম’ গাওয়া হয়ে থাকে। মুসলিম লিগ লখনউতে ‘বন্দেমাতরম’ইসলাম বিরোধী, এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করল যা উত্থাপন করেন বাংলা মৌলনা আক্রম খাঁ। আবার স্বদেশি আন্দোলনের সময় জনসভার কোরান ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে আলোচনা করে তিনিই বলেছিলেন ‘বন্দেমাতরম’ ইসলামিক ধর্ম ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এর কৈফিয়ত হিসাবে আক্রম খাঁ জানালেন স্বদেশি যুগে আবেগে ও অবজ্ঞায় মুসলিমরা হিন্দুদের সঙ্গে ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি দিয়েছে, বুদ্ধিও চেতনা সম্পন্ন দায়িত্বসীল কোনো মুসলিমের পক্ষে আর এ গানে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়।

মুসলিম রাজনীতির ভেতরের কথা জানা যায় লেখক ড. রেজাউল করিমের স্মৃতিচারণা থেকে। তিনি লিখেছেন ‘বেশ পরিষ্কারভাবেই বোঝা যেত, লিগ চায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা কাউন্টার মুভমেন্ট। আমার বেশ মনে পড়েছে এ কথাটা আমি মৌলানা আক্রম কাঁর মুখেই শুনেছিলাম। তাঁর সবাই জিন্না সাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে নানা অভিযোগ লিখতে লাগলেন। একজন লিগ নেতা বলে উঠলেন, আর একটা আপত্তিকর জিনিস আছে, সেটা হল ‘বন্দে মাতরম’। তখন জিন্না সাহেব বলে উঠলেন—‘বন্দে মাতরম’ কেয়া চিজ হ্যায়? তখন জিন্না সাহেবকে লিগ নেতা জানালেন ‘বন্দে মাতরম’ এমন একটা গান যা মুসলমান সমাজকে হিন্দু সমাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলবে। এ গানের কথা প্রচার করে আমরা দেশব্যাপী লিগের ঝাণ্ডা ওড়াব। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জওহরলাল নেহরু কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতের বিরুদ্ধে ভাষ্য প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত চাইলে, তিনি প্রথম দুস্তবক গাওয়ার পক্ষে মত জ্ঞাপন করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ থেকে ‘বন্দে মাতরম’ এর প্রথম দুই স্তবক জাতীয় সভা সমিতিতে গাইবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তবে স্বাধীনতা আন্দোলনে এই বন্দনাগীতিটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ‘মুসলমান বন্ধু’দের আপত্তিও যুক্তিসঙ্গত এবং কংগ্রেস যে কখনো এই গান বা কোনো গানকেই ভারতের ‘জাতীয় সঙ্গীত’ হিসাবে স্বীকার করেনি, একথাও জানানো হয। রবীন্দ্রনাথও যথেষ্ট সমালোচিত এবং নিন্দিত হলেন, এমনকী তাঁর অনুরাগী ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনও ভিন্ন মত পোষণ করে লেখনী ধরলেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৬ নভেম্বর ১৯৩৭) লেখা হয় ‘বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় হস্তক্ষেপ অনুমোদন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহার কুফল যে শেষ পর্যন্ত তাঁহার উপরে আসিয়াও বর্তাইতে পারে ইহা সম্ভবত ভাবিয়া দেখেন নাই। গান্ধিজিও তার পূর্বের মত থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছিলেন। তিনি ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে ১৬ই আষাঢ় হরিজন পত্রিকায় জাতীয় পতাকাও জাতীয় সঙ্গীত ‘বন্দেমাতরম’ সম্বন্ধে এক নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের সার কথা হল যে সময়ে অসহযোগ আন্দোলন প্রবল ছিল, সে সময় জাতীয়তার প্রতীকরূপে সকলেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে চাইতেন। আলিভ্রাতৃদ্বয়ও বহু বক্তৃতায় এই জাতকীয় পতাকার প্রশংশা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের শোষণে নিপীড়িত অহিংসা জাতির ইহা ছিল শান্তিপূর্ণ প্রতীক। চরকা ও খাদির সেবায় সম্মিলিত দেশবাসীর বিপুল গঠনকাজে আত্মনিয়োগে ইহা নিদর্শন। ইহা সে সময় সব সম্প্রদায়ের মিলনের প্রতীক ছিল। এখন এটা নিয়ে বিবাদ দেখা দিয়েছে। এরূপ অবস্থায় কোন মিশ্র সবায় বা সম্মেলনে যেখানে এই পতাকা উত্তোলন করা যাবে না। সমস্যা সমাধানের ইহা সবচেয়ে কার্যকর অহিংসা মনোভাব।

জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে গান্ধিজি যা বলেছেন প্রয়োজনারূপ পরিবর্তনের পর জাতীয় সঙ্গীত ‘বন্দেমাতরম’ সম্বন্ধেও তিনি এইরূপ বিধিনিষেধ দিয়েছেন। গান্ধিজি বলেছেন, কী জন্য কখন এই সঙ্গীত রচনা হয়েছিল, তা বিচার্য নয়। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে তা বাংলার হিন্দু-মুসলমানের সমরসঙ্গীতরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। ইহা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ধ্বনি। মহাত্মাজি আরও বলেছেন, তিনি যখন বালক ছিলেন, যখন তিনি বঙ্কিমবাবু এবং ‘আনন্দমঠ’-এর নাম পর্যন্ত শোনেননি, তখন ‘বন্দেমারতম’ গান শুনে তিনি যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ হয়েছিলেন।

পূর্বে যা সোনা ছিল, এখন তা পিতল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোনা যখন পিতলের দরে বিকায়, তখন সোনা বিক্রির জন্য বাজারে উপস্থিত করা উচিত নয়। বিক্রিয় জন্য বাজারে উপস্থিত করা উচিত নয়। জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে ‘বন্দেমাতরম’ গীত লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বাংলার বিথর এবং বাহিরে ইহা লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে প্রগাঢ় জাতীয় ভাব উদ্দীপিত করে। যতদিন জাতি থাকবে, ততদিন এই পতাকা এবং এই সঙ্গীত থাকবে। তবে কোনো মিশ্র সভায় এক ব্যক্তিও যদি তাতে আপত্তি করে, তা হলে এই সঙ্গীত সেখানে গাওয়া হবে না। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় থেকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলিম লিগের বিভিন্ন সম্মেলনে তার আভাস পাওয়া যায়নি। এ ঘটনা গান্ধিজির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাই বন্দেমাতরম সম্পর্ক তিনি তাঁর দুষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেন। আজও বন্দেমাতরম ধ্বনি ভারতবাসীর হৃদয় ছুঁয়ে যায়। (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

রোবটদের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা

দিলীপ পাল

২৫ অক্টোবর, ২০১৭ সাল সৌদি আরবের নাগরিক হিসেবে সম্মান ও স্বীকৃতি পায় সোফিয়া। হংকংয়ের হ্যানসন রোবটিক্স-এর ডেভিড হ্যানসনের রিলস প্রচেষ্টায় জন্ম নিয়েছে যে সোফিয়া, সে এখনও পর্যন্ত বিশ্বের প্রথম রোবট, যে এই বিরল সম্মান ও স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বাদামি চোখের সোফিয়া বেকল সুন্দরই নয়, মানুষের অনেক বৈশিষ্ট্যের দেখা মেলে তার মধ্যে। সৌদি আরবের রিয়াধে মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে মাইকে সোফিয়া জানায়, ‘এই সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়ে আমি অত্যন্ত গর্ব অনুভব করছি, কারণ এটা একদিকে যেমন বিরল, তেমনই ঐতিহাসিক’। পরে সোফিয়ার আচার-আচারণ দেখে প্রযুক্তিবিদরা, বিশেষ করে হ্যানসন রোবটিক্স-এর মুখ্য বিজ্ঞানী জানিয়েছেন, মানবিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সোফিয়া যথেষ্ট ওয়াকিবাহল। তার মধ্যে যথেষ্ট কৌতুকবোধ ও হাস্যরস তো রয়েছেই, তাছাড়া অন্যকে বুঝতে পারার ক্ষমতাও তার আচরণে লক্ষ করা গেছে। অড্রে হেপবার্নের মতো দেখতে এই রোবটের নাগরিকত্ব পাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনার থেকেও বেশি কিছু। আজ সোফিয়া বিশ্বের একজন নামিদামি তারকা। রোবট-তারকা। বাংলাদেশের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড আয়োজন থেকে শুরু করে বিশ্বের বেশ কয়েকটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অতিথি হিসেবে অংশ নিয়েছে সোফিয়া। এরপরও তার কাছে এসেছে অনেক লোভনীয় প্রস্তাব। এমন সব প্রস্তাবে যদি রক্তমাংসের ডাকসাইটের সুন্দরীরাও হিংসে করে, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

গবেষকদের ধারণা, ২০৫০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে যে কোনো দেশের ফুটবল একাদশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে রোবট ফুটবলাররা। কেবল তাই নয়, তারা আগামী বিশ বছরের মধ্যে প্রযুক্তিগত কৌশলে এতটাই দক্ষ হবে যে, ওই সময়ে যেসব দেশের ফুটবল দল বিশ্বকাপ ফুটবলে মনোনয়ন পাবে, তাদের প্রায় প্রত্যেককেই হারিয়ে দেবে রোবট ফুটবলার একাদশ। সেই রোবট দলের নেতৃত্বে থাকবে ‘গুরু’ নামের এক রোবট। দু’পায়ের এই রোবটাটি এখন নিয়মিত নানান ফুটবল খেলায় অংশ নিচ্ছে। ফুটবলের প্রায় সমস্ত কৌশল এরই মধ্যে আয়ত্ত করে নিয়েছে ‘গুরু’। ভাবুন তো? যদি এমন হয় যে ওই গুরু কাকভোরে জগিং করছে লেক গার্ডেনের লোকের পাড়ে, তাহলে। তার মানে, রোবট নিয়ে যেসব কাণ্ডাকারখানা শুরু হতে চলেছে, তাতে মানুষ না নগণ্য হয়ে যায়। অনিয়মিত এই রোবটটি তৈরি করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা।

কোথা থেকে, কীভাবে এল রোবট শব্দ? চেক শব্দ ‘রোবতা’, যার অর্থ জোর করে শ্রম, মনে করা হয় এই রোবতা থেকেই রোবট কথাটি এসেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার লেখক কারেল পেত ১৯২০ সালে তাঁর আখ্যান ‘রুর’-এ রোবতা কথাটি ব্যবহার করেন। অনেক মনে করেন, কারেল পেক নন, তাঁর ভাই জোসেফ পেক আসলে ‘রোবতা’ শব্দটির উদ্ভাবক। কিন্তু এরও অনেক আগে গোটা দুনিয়ার পৌরাণিক গল্পে স্বয়ংক্রিয় বস্তু সম্পর্কে ধারণা মেলে। সভ্যতার শুরু থেকেই প্রাচীন চিন, গ্রিস ও টলেমিক মিশরে যন্ত্রবিদরা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরির চেষ্টা করেছিলেন, যার অনেকটা ছিল প্রাণী ও মানুষের মতো। প্রথমে যে বিবরটি পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে আর্কাইসের কৃত্রিম ঘুঘু, কৃত্রিম মোজিও লুবান পাখি, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কথা বলতে পারা আলেকজান্দ্রিয়ার হিরো, ওয়াসস্ট্যান্ড নামে বাইজেন্টিয়ালেন ফিলো ও মানব লিজির কথা উল্লেখ করা যায়।

পুরাণেরও নকল মানুষের কথা রয়েছে। যেমন গ্রিক দেবতা হেফায়স্তাস, ইহুদিদের কাদামাটির কিংবদন্তি গুলেমস, কাদামাটির কিংবদন্তি দৈত্য নোরস ও গ্যালাটা প্রমুখ। কথিত আছে, প্রাচীন গ্রিসে যন্ত্রবিদ তেসিবিয়াস ২৭০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে নিউম্যাটিক্স ও হাইড্রেলিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রথম চলমান অঙ্গ জলঘড়ি তৈরি করেছিলেন। যিশুখ্রিস্টের জন্মের চার বছর আগে গ্রিক গণিতবিদ অ্যান্টুমেনের আর্কিটাসের একটি যান্ত্রিক বাম্পচালিত পাখি তৈরি করেছিলেন, যার নাম দেওয়া হয় ‘দ্য পিজিয়ন’। ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে একজন গিনরক গণিতবিদ ও উদ্ভাবক বহুব্যবহারযোগ্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরি করেছিলেন, যা বায়ুর চাপ, বাম্প ও জলের সাহায্যে চলত।

ইতাদিতে নবজাগণের সময়ে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ১৪৯৫ সালের কাছাকাছি একটি হিউম্যানোয়েড রোবটের পকিকল্পনা করেছিলেন তাঁর ছবি ও লেখায়। প্রায় ৫০০ বছর পর ১৯৫০ এর দশকে নতন করে আবিষ্কৃত দ্য ভিঞ্চির নোটবুকগুলিতে ছিল একটি যান্ত্রিক নাইটের বিস্তারিত আঁকা, যা এখন লিওনার্দোর রোবট হিসাবে পরিচিত। সেই রোবটগুলি বসতে পারে, তাদের মাথা ও চোয়াল নাড়াতে পারে, শারীরিক গবেষণায় ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা তাঁর নকশাটি ‘ভিটুভিয়ান ম্যান রেকর্ড’ নামে পরিচিতি। ‘দ্য ভিঞ্চি’ এটি তৈরির চেষ্টা করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। রোবট বা যন্ত্রমানব তৈরিতে জাপান প্রথম থেকেই অনেক এগিয়ে ১৮ শতক নাগাদ জ্যানে যন্ত্রনির্ভর একটি পুতুল। ফ্রান্সে ১৭৩৮-৩৯ সাল নাগাদ জ্যাকস দে ভকানকন বেশ কিছু বিরাট মাপের অটোম্যাটন প্রদর্শন করেছিলেন, যার মধ্যে এক বাঁশিবাদক, এক ডানা ঝাপটাতে পারত, তার ঘাড় নাড়াতে পারত, এমনকী প্রদর্শনকারীর হাত থেকে খাবারও নিতে পারত।

প্রাচীন চিনে লি জি-র তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে হিউম্যানয়েড অটোম্যাটারের একটি বিবরণ পাওয়া যায়, যাতে চিনের শব্দটি মুংহের বার্ড ও তার সঙ্গে একজন যন্ত্রবিদকে পরিচিত করা হয়েছিল। ওই যন্ত্রবিদ ইয়েন শি রাজাকে বোরটের আকোরে উপস্থাপন করেছিলেন, যেখানে তিনি কাঠ, চামড়া ও নকল অঙ্গ ব্যবহার করেছিলেন। ১০৬৬ সালে চিনের আবিষ্কর্তা সু সং একটি জলঘড়ি তৈরি করেছিলেন, যার আকৃতি ছিল টাওয়ারের মতো। যেটাতে এমন যান্ত্রিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল, যা সময় দেখাত।

এওইভাবে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির হাত ধরে এগিয়েছে রোবট। তবে মনে রাখতে হবে, প্রথম যুগের আবিষ্কারগুলোর বেশিরভাগই ছিল খেলনা। আর আজ তা এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে রোবটের হাত সাহায্য করতে পারে মানুষের রোজকার খুঁটিনাটি দরকার থেকে শুরু করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের যে কোন ধাপে।

আজ প্রায় সব জায়গাতেই রোবট ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। শিল্প, সামরিক নিরাপত্তা বিভাগ, গবেষণাগার, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা জগত, এমনকী গেরস্থ জীবনের টুকটুকি দরকারেও এখন যন্ত্রমানবের পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শিক্ষকদের জন্য সহকারী হিসেবে ব্যবহার করা হয় শিক্ষাক্ষেত্রের রোবটগুলিকে। গত শতকের আটের দশক থেকে কচ্ছপের মতো রোবটগুলি স্কুলে ব্যবহার করা হত ও লোগো ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রম করা হত। এছাড়াও আছে রোবট কিটস, লাগে মাইন্ডস্টর্মস, বায়োলোড, ওল্লো, যার উদ্ভব রোবটিক্স থেকে। বটব্রেইল গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, প্রোগ্রামিং ও উলেকট্রনিক্স শিখতে সাহায্য করে।

অনেক কাজ আছে, যা মানুষের বদলে রোবটের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। কিছু বিরক্তিকর কাজ, যেমন ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, কিছু বিপজ্জনক কাজ যেমন আগ্নেয়গিরির মধ্যে খোঁজ খবর চালানো, এছাড়া যেখানে মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়, যেমন অন্য গ্রহের খোঁজ, লম্বা পাইপের ভেতরে পরিষ্কার করা বা প্যাপারোস্কোপিক সার্জারি করা, সেসব কাজ রোবট খুব সহজেই করে ফেলে।

সামরিক রোবটগুলির মধ্যে শোর্ডস কিছুদিন ধরে ডাঙ্গার যুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। শোর্ডস নামের ওই রোবট নানার অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে, সেই কারণে যুদ্ধেক্ষেত্রের পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সেই ধরনের বেশ কিছুটা স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতা প্রোগ্রামিং করেই তাদের তৈরি করা ও এখন ও পর্যন্ত সেই কাজে তারা অনেকটাই সফল। জাতিসংগের বিমানবাহিনী ইউসিএডি, যা ইউএডির একটি উন্নত অবস্থা যুদ্ধ পরিচালনা ছাড়াও তারা নানা ধরনের মিশন পরিচালনা করতে পারে। ইউসিএডি যেমন বিএই সিস্টেমস ম্যান্টিস হিসাবে নকশা করা যা নিজে নিজেই উড়তে পারে, লক্ষ্যমাত্রা বাছাই করতে পারে ও তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিএই টারানিস একটি ইউসিএভি যা চালক ছাড়াই সারা আকাশ জুড়ে উড়তে পারে। ভাবুন তো একজন রোবট অন্য একদম রোবটের সঙ্গে যুদ্ধেক্ষেত্রে মারামারি কাটাকাটি করছে, তবে কেমন হবে? কেননা, বিরোধী দলের সে,নাপতিরাও তো রোবট ব্যবহার করবে এর একটা ভালো দিক আছে, তা হল যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষে মানুষে রক্তারক্তি কমলেও কমতে পারে। খনি শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার জন্য তৈরি করা হয়েছে খনি-রোবট, যার মধ্যে রয়েছে উৎপাদন বাড়ানো ও পরিবেশগত লক্ষ্য অর্জন করার ক্ষমতা। বিপজ্জনক খনির মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ট্রেন, ট্রাক ও লোডার সহ রোবট তৈরি করেছে, যা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে মানুষের সাহায্য ছাড়াই খনিতে নামতে পারে। ড্রিলিং, লংওয়াল ও রকব্রেকিং যন্ত্রগুলি এখন স্বয়ংক্রিয় রোবট হিসেবে পরিচিত। অ্যাটলাস কসপো রিগ কন্ট্রোল সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিং রিগ-এর ওপর ড্রিলিং পরিকল্পনা করতে পারে। জিলিএস ব্যবহার করে সঠিক অবস্থানে রিগকে সরানো, ড্রিল সেটআপ করা ও নির্দিষ্ট গভীরতায় ড্রিল-সবই করতে পারে। এই সিস্টেমগুলি ব্যাপকভাবে খনিক কাজে নিরাপত্তা ও দক্ষতা বাড়ায়। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাক্ষেত্রে হোম অটোমেশন কিংবা ফ্রেন্ড ওয়ান রোবটরা প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক রোগীগের পরিষেবা দিয়ে আসছে বহুকাল আগে থেকেই। পাশাপাশি চিকিৎসক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বায়োনিক ও রায়োমিমেটিক রোবটদের সাহায্য পেয়ে আসছেন রোবট আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে। সম্প্রতি রোবট পৌঁছে গেছে মাইক্রোস্কোপিক স্তর থেকে মাইক্রোমিটার পর্যায়ে, যা ন্যানোবোবাটিক্স বা ন্যানোমিটারের একক হিসাবে কাজ করছে নানা জটিল মাইক্রোসর্জারিতে। মানবকল্যাণে এই সুক্ষ্মতম বিষয়ে রোবটের দরকার অস্বীকার করা যায় কি? তবে বহুক্ষেত্রে ওপেন সার্জারি, মানে পুরো পেট বা বুক না কেটে ছোট ছোট ফুটো করে মাইক্রোসার্জারির কথা এখন অনেক জানেন। এই শতাব্দীর গোড়ায় জাপানের মোটরগাড়ি নির্মাতা হন্ডা যে অ্যাসিমোকে তৈরি করেছে, সেটা দৌড়াদৌড়ি আর লাফঝাঁপে ওস্তাদ। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা অ্যাসিমো-র কাছে জলভাত।

পৃথিবীর প্রথম চিয়ারলিডার রোবটেরনাম মুরুতা। কয়েক দশকের মধ্যে নিয়মিত খেলার মাঠে দেখা যাবে মুরুতাকে। একটি বলের ওপর দাঁড়িয়ে নাটানাচি করতে পারে সে। সেন্সরের মাধ্যমে মাঠের পরিস্থিতি বুঝে সে আনন্দ দিতে পারবে দর্শকদের। বোস্টন জায়ানামিক্স-এর তৈরি অ্যাটলাস বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রীতিমতো দৌড়ঝাঁপ করতে পারে। বেশ কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়ে ইভাঙ্কার সঙ্গে এক মঞ্চে দেখা যায় একটি রোবটকে। ওর নাম মিত্রা। ওই সম্মেলনের মঞ্চে ‘নমস্তে’ বলে সবাইকে আমন্ত্রণ জানায় মিত্রা। নরেন্দ্র মোদি আর ইভাস্কা ট্রাম্প নির্দেশ দিলে মিত্রা সম্মেলনের উদ্বোধন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। নিঃসঙ্গ মানুষকে সঙ্গ দেওয়া থেকে শুরু করে সংসারের খুঁটিনাটি কাজ সবই করতে পারে রোবট। ভিয়েতনামের রোবট টোপিওকে দেখলে প্রেমে পড়ে যেতে পারেন কোনও মহিলা। সুদর্শন রোবট হিসেবে টোপিও রোবট দুয়িায় বেশ আলোচিত। দেখতে জেমস বন্ডের মতো টোপিও টেবল টেনিস খেলায় যে কাউকেই হারিয়ে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষ কীভাবে খেলবে তা নাকি আগে থেকেই বুঝে যায় টোপিও। জাপানের সব থেকে বড় ব্যাঙ্কে চাকরি করছে, রোবট নাই। নাউ হিসাব জানে, অনেক ভাষায় কথাও বলতে পারে।

একটি রোবট টুথপেস্টের মধ্যে থাকা এমন একটি উপাদানকে চিনিয়ে দিয়েছে, যা দিয়ে ম্যালোরিয়ার জীবাণু ঠেকানো যাবে। গবেষণাগারে কাজ করা নকল বৃদ্ধিত্তার ওই রোবটের নাম ইভ। ব্রাজিলের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক এলিজাবেথ বিলস্ল্যান্ড জানিয়েছেন, সহকর্মী ইভের এই উদ্ভাবন ম্যালেকিয়া প্রতিরোধে নতুন আশা দেখাচ্ছে। আর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক স্ট্রিক অলিভার মনে করেছেন, ম্যালেরিয়ার জীবনাণু যেভাবে ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে, তাতে নতুন ওষুধের খোঁজ জরুরি হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে আশার আলো দেখিয়েছে রোবট ইভ। চিনের একটি রোবট প্রথমবারের মতো ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করেছে। বেজিংয়ের জিনহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ১২ মাস ধরে মেডিক্যালের কয়েক ডজন বইয়ের তথ্য জিয়াও এর মাথার মধ্যে ঢোকান। তবে পরীক্ষার সময় রোবটটি নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেখায়। এর মানে লক্ষণ দেখে তা সঠিকভাবে রোগনির্ণয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে পাশ করে জিয়াও। কাজেই রোবট বা যন্ত্রমানব দিনে দিনে অপরিহার্য হতে চলেছে। তবে সাধু সাবধান। যন্ত্রমানব যেন যন্ত্রদানব না হয়। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বর্তমানে রাজ্যব্যাপী রক্তদান কর্মসূচির চিত্র সারা দেশে সমাদৃত হচ্ছে : মুখ্যমন্ত্রী্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর। বর্তমানে রাজ্যব্যাপী রক্তদান কর্মসূচির চিত্র সারা দেশে সমাদৃত হচ্ছে। রাজ্যের মানুষের মধ্যে এখন রক্তদানে এগিয়ে আসার ইতিবাচক মানসিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আজ মহারাণী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ত্রিপুরা স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশান কাউন্সিল আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

তাঁর দাবি, গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যে রক্তের অনেক সংকট দেখা দিয়েছিল। নির্বাচনের পর এই সংকটের সমাধানে রক্তদানে রাজ্যবাসীকে এগিয়ে আসতে সরকারের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছিল। তাতে এখন অনেকটা ইতিবাচক সুফল পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যবাসী এখন স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসছেন। আমাদের রাজ্যে রক্ত মজুতের সংখ্যা অনেকটা স্বাভাবিক রয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ১ অক্টোবর জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবস। এই দিনটি আজ সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও উদযাপন করা হচ্ছে। রক্তের কোন ধর্ম নেই-জাত নেই। রক্তদান আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা সবাই এক। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশান কাউন্সিলের সদস্য সচিব ডা. বিশ্বজিৎ দেববর্মা।

তাছাড়া বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সুপ্রিয় মল্লিক ও ডা. রঞ্জন বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন ও রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন।

বাঁকুড়ায় ফের দেওয়াল ধসে বিপত্তি, ছাতনায় মৃত্যু হল ১ বৃদ্ধার

বাঁকুড়া, ১ অক্টোবর (হি.স.) : একদিন আগে বাঁকুড়ার বাঁকাদহ এলাকায় দেওয়াল ধসে তিন শিশুর মৃত্যুর পর ফের শনিবাররাতে ছাতনায় দেওয়াল ধসে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃত বৃদ্ধার নাম পুরবী হাঁসদা। তাঁর বাড়ি ছাতনা ব্লকের দক্ষিণ হাঁসাপাহাড়ি গ্রামে। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া গোটা এলাকায়। শুরু হয়েছে চাপানউতর।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাতে নিজের মাটির বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলেন পুরবী দেবী। আচমকাই মাটির কাঁচা বাড়ির দেওয়ালের একাংশ ভেঙে পড়ে। মাটির চাঙড় পড়ে তাঁর গায়ে। তাঁর চিৎকারে ছুটে আসেন এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।

প্রসঙ্গত, নিম্নচাপের জেরে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, রাজ্যের সব প্রান্তেই চলছে তুমুল বৃষ্টি। তাতেই বেহাল দশা মাটির বাড়িগুলির। হাঁসাপাহাড়ি গ্রামের লোকজন বলছেন, বৃষ্টির জেরে মাটির দেওয়ালে জল ঢুকে গিয়ে মাটি নরম হয়ে গিয়েছে। তারফলে ভেঙে পড়ছে একের পর এক বাড়ি।

প্রসঙ্গত, বাঁকাদহের ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর শোরগোল। মৃত তিন শিশুর পরিবারের সদস্যদের দাবি, আবাস যোজনার ঘর নিয়ে একাধিকবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কোনও সুরাহা হয়নি। তালিকায় নাম থাকলেও ঘরের টাকা পাননি তাঁরা। এরইমধ্যে এবার নতুন করে এক মৃত্যুর ঘটনায় তৈরি হয়েছে নতুন আলোড়ন।

সূত্রের খবর, স্থানীয় ঘোষেরগ্রাম পঞ্চায়েতের আবাস যোজনার তালিকায় নাম ছিল এই বৃদ্ধারও। কিন্তু ঘর পাননি তিনি। এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, পাকা বাড়ি থাকলে আজ এই দিন দেখতে হত না।

হলদোয়ানিতে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণ মুখ্যমন্ত্রী ধামীর

হলদোয়ানি, ১ অক্টোবর (হি.স) : উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি আজ রাজ্যের হলদোয়ানিতে শহিদ পার্কে স্বচ্ছতা হি সেবা প্রকল্পের অধীনে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এদিনের কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে তাঁদের পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট, রাজ্য সভাপতি মহেন্দ্র ভাট, মেয়র ডাঃ যোগেন্দ্র পাল রাউতেলা এবং দলের অনেক আধিকারিকও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণ করে পার্কটিও পরিষ্কার করেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী স্কুলের শিশুদের পরিচ্ছন্নতার বার্তাও প্রদান করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে, স্বচ্ছতা হি সেবা প্রকল্প দেশজুড়ে পালন করা হচ্ছে। এর অভিযানের অধীনে যেসমস্ত স্থানে জনসমাগম হয় সেইসব জায়গায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হচ্ছে। ধামি জানান, জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী সমগ্র দেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন সেই অঙ্গীকার আমরা এখন সবাই মিলে পূরণ করব। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এও বলেন, উত্তরাখণ্ডের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অনুরাগ রয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য নেতাদের নিয়ে বিএসপি প্রধানের বৈঠক

লখনউ, ১ অক্টোবর (হি.স) : বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) প্রধান মায়াবতী রবিবার লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে একটি বিশেষ বৈঠক ডেকেছেন। এই বৈঠকে উত্তর প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের বর্ষীয়ান নেতাদের এবং জেলা প্রধানদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। লখনউতে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এই বৈঠকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হবে এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনাও হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে এই বৈঠক ১১টায় শুরু হওয়ার কথা। বৈঠকে মহিলা সংরক্ষণ বিলে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ও এসসি-এসটিদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানানোর বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে মায়াবতী বলেছিলেন, তাঁর দলের নেতারা আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি জোরদার করার জন্য কাজ করছেন। বসপা প্রধান এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের পরে বিএসপি-র বর্ষীয়ান নেতারা এবার ঝাড়খণ্ডে দলীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা করবেন। রাজ্যের ১৪টি আসনের জন্য প্রার্থীদেরও নির্বাচন করেছেন তাঁরা।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেই; ২৪ ঘন্টায় দেশে সুস্থ ৫৯ জন, মৃত ১ জন

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর (হি.স.) : ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬ জন, যা আগের দিনের তুলনায় বেশি।

শনিবার সারাদিনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৫৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৪৪০ জন এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০৩২।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৬,৩৬৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮২ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ২০,৫২৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭১,৭৫৪-তে পৌঁছেছে।

৪৫০ টাকার এলপিজি সিলিন্ডার প্রদান কর্মসূচি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ১ অক্টোবর (হি.স) : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান রবিবার ৪৫০ টাকার এলপিজি সিলিন্ডার প্রদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে ভোপালে পৌঁছেছেন। ভোপালের জাম্বোরি ময়দানে আয়োজিত বৃহৎ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সম্মেলনে তিনি যোগ দেবেন। সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এলপিজি সিলিন্ডারের ভর্তুরির অর্থ প্রদানের কর্মসূচির জন্য আজ সকাল ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সেখানে যান।

শিবরাজ সিং চৌহান রবিবার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ১৪০০টি স্কুটি প্রদান করবেন। এছাড়াও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আওতায় যেসব সুবিধাভোগীরা রয়েছেন তাদের অর্থও তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলার অন্যান্য সুবিধাভোগীরাও এই কর্মসূচিতে যোগ দেবে। জনসংযোগ আধিকারিক রাজেশ বাইন সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান জানান, মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সুবিধাভোগী বোনদের ৪৫০ টাকায় এলপিজি সিলিন্ডার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বোনেদের গ্যাস কোম্পানীর কাছ থেকে বিক্রির হারে সিলিন্ডার কিনতে হবে এবং তারপর ভর্তুকির পরিমাণ তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ফেরত দেওয়া হবে বলেও জানান চৌহান।

ভর্তুকির পরিমাণ তেল কোম্পানিগুলি প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সুবিধাভোগী বোনদের অ্যাকাউন্টে জমা করবে। এই ভর্তুকির পরিমাণ রাজ্য সরকার তেল কোম্পানিকে দেবে। রাজ্য সরকার সরাসরি সেই পরিমাণ অর্থ প্রিয় বোনদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করবে যারা উজ্জ্বলা প্রকল্পের সুবিধাভোগী নন।

অ্যাম্বুলেন্স ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই যুবকের

পালী, ১ অক্টোবর (হি. স.) : রাজস্থানের গুদা এন্ডলা থানা এলাকার তেওয়ালি গ্রামের কাছে গর্ভবতী মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি অ্যাম্বুলেন্সের সাথে সংঘর্ষ হয় একটি বাইকের। শনিবার রাতে এই দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে বাইক আরোহী দুইজন।অন্যদিকে একজন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর অ্যাম্বুলেন্সটিও উল্টে যায়। গর্ভবতী মহিলা ও তার পরিবারের সদস্যদের ঘটনাস্থলে রেখে চালক পালিয়ে যায়। মা চিৎকার করলে অন্য চালকরা ওই মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

রবিবার গুদা এন্ডালা থানার উপ-পরিদর্শক প্রহ্লাদ সিং জানিয়েছেন, বাইক আরোহী কমলেশ (২৬) এবং রাকেশ (২৮) দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। আহত হয়েছেন প্রবীণ (২৫)। অ্যাম্বুলেন্সে থাকা দৌলরাম (৬৯) দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন। যাকে বাঙ্গার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত দুজনের দেহ মর্গে রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত বৃদ্ধ দৌলরাম মেঘওয়াল জানান, তার ছেলে মোহনলালের স্ত্রী হেমাকে ডেলিভারির জন্য অ্যাম্বুলেন্সে করে পালিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী পেয়ারীদেবীও। এ সময় তেওয়ালির কাছে একটি অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় অ্যাম্বুলেন্সটি উল্টে যায়।

তার পুত্রবধূ গুরুতর আঘাত পাননি। মৃত কমলেশ সেরভি মুম্বইয়ের একটি মেডিকেলের দোকানে কাজ করতেন। রাকেশ সেরভি পুনেতে মিষ্টির দোকান চালাতেন। তারা কিছুদিন আগেই গ্রামে এসেছিল। পালিতে বন্ধুর কাছে বাইক ফেরত দেওয়ার পর তিনজনই গ্রামের দিকে ফিরছিলেন। এ সময় অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ হয়।

স্বামী-স্ত্রীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য রহড়ায়

রহড়া, ১ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগণার রহড়ায় স্বামী-স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। রবিবার সকালে পরিচারিকা এসে দেখে গলার নলি কাটা অবস্থায় পড়ে রয়েছে বাড়ির গৃহবধূ পূজা সাউ ও তাঁর পাশে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন স্বামী পাপ্পু সাউ। স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন রহড়া থানার পুলিশকে। জানা গিয়েছে, খড়দহ পাতুলিয়া বটতলা এলাকায় স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতেন পাপ্পু সাউ ও পূজা সাউ। সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের সংসারে অশান্তি চলছিল। এরপর রবিবার সকালে বাড়ির পরিচারিকা দরজা খুলতেই এমন ভয়ঙ্কর অবস্থায় দেখতে পান তাঁদের। ঘটনার পর স্থানিয় বাসিন্দারা খবর দেয় রহড়া থানার পুলিশকে। রহড়া থানার পুলিশ এসে দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে কী কারণে এই ঘটনা তা খতিয়ে দেখছে রহড়া থানার পুলিশ।

রহড়া থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, “আজ সকালে আমরা খবর পেয়েছি পাপ্পু একটি ঘরে আত্মহত্যা করেছে। অপর ঘরে তাঁর স্ত্রী খুন হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি প্রায় আট-ন’বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। ছেলেটার কাজে ক্ষতি হচ্ছিল বলে এই এলাকায় চলে আসেন। তবে কী কারণে খুন জানা যায়নি। তদন্ত শুরু হয়েছে।”

দক্ষিণ দমদমে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু আরও ১ তরুণীর

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি.স) : রাজ্যে কিছুতেই কমছে না অব্যাহত ডেঙ্গি। দক্ষিণ দমদমে ফের ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু এক তরুণীর। শনিবার গভীর রাতে আরজিকর হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই তরুণীর। মৃত্যুর শংসাপত্রে ডেঙ্গি উল্লেখ রয়েছে। মৃতের নাম সমাপ্তি মল্লিক (২০)। দক্ষিণ দমদম পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তিনি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বেশ কয়েকদিন আগে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে নাগেরবাজারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সমাপ্তি। রক্ত পরীক্ষা করালে তাঁর ডেঙ্গি রিপোর্ট পজিটিভ আসে। শনিবার রাত্রিবেলা অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় আরজিকর হাসপাতালে। সেই গভীর রাতে মৃত্যু হয় তরুণীর। মৃত্যুর শংসাপত্রে ডেঙ্গি উল্লেখ রয়েছে।

এই নিয়ে দক্ষিণ দমদমে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল সাত। লাগাতার ডেঙ্গি আক্রান্ত হওয়ায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। এ দিকে, ডেঙ্গি রুখতে তৎপর নবান্ন। হাসপাতালে যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডেঙ্গি মোকাবিলায় গ্রাম-শহরে খুলছে ২৪ ঘণ্টার কন্টোল রুম। প্রকোপ কমাতে জারি একাধিক নির্দেশিকা। ডেঙ্গি পরীক্ষায় জোর দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।অপরদিকে, ৬৮টি হটস্পট মাথাব্যথা নবান্নের। নজরে ২১টি ব্লক, ৩০টি পঞ্চায়েত, ১৩টি পুরসভা। পরিসংখ্যান বলছে, ৬৮টি হটস্পট থেকেই রাজ্যের ৯০ শতাংশ ডেঙ্গি। এনটোমোলজিক্যাল সার্ভের ভিত্তিতে জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট।

৬ দফা দাবির ভিত্তিতে সিএমও অফিসে উনকোটি জেলা কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ অক্টোবর। উনকোটি জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে ৬ দফা দাবির ভিত্তিতে সিএমও অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দিয়েছেন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য তথা উনকোটি জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্য রুনু মিয়া, প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি জুবের আহমেদ খান, কংগ্রেস দলের অন্যতম নেতা চন্দ্রশেখর সিনহা থেকে শুরু করে আরো অনেকে।

এই ছয় দফা দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবি হল উনকোটি জেলা হাসপাতালে অবিলম্বে মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসক নিয়োগ করতে হবে। এছাড়া আরোও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। দাবিগুলির সাথে সহমত পোষণ করেছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শঙ্খ সুভ্র দেবনাথ। এব্যাপারে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য চিকিৎসকের অভাবে হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা দীর্ঘদিন ধরেই বিঘ্নিত হচ্ছে। জনস্বার্থেই কংগ্রেসের তরফ থেকে সিএম ও-র কাছে এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয় বলে ডেপুটেশন প্রদানকারী দলের সদস্যরা জানিয়েছেন।

প্রতারকের ক্ষপ্পরে পড়ে খোয়া গেল লক্ষাধিক টাকা, ধারাল অস্ত্রের আঘাতে জখম যুবক

কুলতলি, ১ অক্টোবর (হি. স.) সোনার ঠাকুর কিনতে এসে প্রতারকদের হাতে আক্রান্ত এক ব্যক্তি । তাকে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারা হয় । আক্রান্তের নাম অসীম হাওলাদার । তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়ার বানীপুর এলাকার বাসিন্দা । গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কুলতলি থানার পুলিশ । উদ্ধার করে কুলতলি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

কুলতলি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই সোনার ঠাকুর বিক্রির নামে একাধিক প্রতারণার চক্র সক্রিয় । অনেকেই প্রতারিত হচ্ছেন দিনের পর দিন । গত মাসেই একটি প্রতারণা চক্রকে হাতেনাতে ধরে কুলতলি থানার পুলিশ । এদিন ফের একই ঘটনা ঘটায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় । পুলিশ ও আক্রান্তের সূত্রে জানা গিয়েছে হাবড়ার বাসিন্দা অসীম হাওলাদারের সাথে কুলতলির জালাবেড়িয়ার বাসিন্দা আরিফ শেখের সাথে সোশাল মিডিয়ায় পরিচয় হয় । আরিফ শেখ সোনার ঠাকুর বিক্রির টোপ দেয় । কয়েকদিন আগে কুলতলিতে এসে সোনার ঠাকুর দেখেও যান অসীমবাবু । এদিন তার কেনার কথা ছিল । সেইমত ব্যাগে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে তিনি কুলতলিতে আসেন । জামতলায় এলে সেখানে তার সাথে আরিফের দেখা হয় । আরিফ কুলতলি জালাবেড়িয়ার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে । বাইকে করে অসীম বাবুকে নিয়ে জালাবেড়িয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয় আরিফ । তাকে একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলে সন্দেহ হয় । তখন পালানোর চেষ্টা করেন । তখনই ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয় তার উপর । তার ব্যাগে থাকা ১ লক্ষ ২ হাজার টাকা নিয়ে অভিযুক্ত চম্পট দেন বলে দাবি আক্রান্তের ।

স্থানীয় বাসিন্দারাই আহত অবস্থায় তাকে দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন । পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে । এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে ।

নৈমিষারণ্যকে ৫৫০ কোটি টাকারও বেশি প্রকল্পের উপহার মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

সীতাপুর, ১ অক্টোবর (হি.স) : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৫৫০ কোটি টাকারও বেশি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। রবিবার উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলায় মুখ্যমন্ত্রী এই ভিত্তিপ্রস্তরটি স্থাপনের কর্মসূচিটি গ্রহণ করেন। পবিত্র বনভূমি নৈমিষারণ্যের উন্নয়নেও যোগী সরকার ৫৫০ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। বিরোধীদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে যোগী বলেন,এখানে উন্নয়ন আগেও হতে পারত, কিন্তু বিরোধী দলের সরকারের আমলে এই জেলাটিকে অবহেলা করা হয়েছে। রবিবার জেলায় পরিচ্ছন্নতা সচেতনতা কর্মসূচির সূচনা উপলক্ষে এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, নৈমিষারণ্যের ভূমিতে একটা সময় মহর্ষি দধীচী অসুর বিনাশের জন্য তাঁর অস্থি দান করেছিলেন। এটা শুধু ভারতেই সম্ভব। এটি বেদব্যাসের দেশ। কিন্তু এই এলাকার উন্নয়ন যেভাবে হওয়া উচিত ছিল সেভাবে হয়নি। গত ছয় বছর ধরে আমাদের সরকার ও জনপ্রতিনিধিরা উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে। আজ এই উপলক্ষে ৫৫০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল। আজ এই তীর্থস্থান পরিষ্কারের ফলে সুন্দর হয়ে উঠেছে।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে রবিবার প্রধানমন্ত্রী মোদীর অনুপ্রেরণায় দেশজুড়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করা হচ্ছে। আগে ময়লার কারণে অনেক রোগ হতো। ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া বা ম্যালেরিয়া যাই হোক না কেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দেওয়ার পর থেকে রোগগুলি দূর করা সম্ভব হচ্ছে।

এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ব্যক্তির মৃত্যু, উত্তেজিত জনতা ভাঙচুর চালাল গোবরা স্টেশনে

হুগলি, ১ অক্টোবর (হি.স) : এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হুগলি গোবরা স্টেশনে ধুন্ধুমার। শনিবার রাতে রেলগেট পেরনোর সময় ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যুতে উত্তেজিত জনতা গোবরা স্টেশনে ভাঙচুর চালায়। তাদের দাবি গোবরা স্টেশন দিয়ে দূরপাল্লা বা লোকাল যে ট্রেনই যাক না কেন তার ঘোষণা করতে হবে। বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। জানা গেছে, শনিবার রাত নটা দশ নাগাদ হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের গোবরা স্টেশনের রেলগেট বন্ধ ছিল। সে সময় কয়েকজন রেলগেট পার হওয়ার চেষ্টা করেন। এক সঙ্গে তিনটে লাইনে ট্রেন এসে যায়। বাকিরা সরে যান। তবে এক ব্যক্তি এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তি ডানকুনির চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বলেই জানা গিয়েছে। ঘটনার পরই প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কামারকুণ্ডু জিআরপি থানার পুলিশ, আরপিএফ ও ডানকুনি থানার পুলিশ। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে উত্তেজিত জনতা। ভাঙচুর চলে টিকিট কাউন্টারেও।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গোবরা স্টেশন দিয়ে দূরপাল্লার একাধিক ট্রেন যায়। কোনও ঘোষণা হয় না। ফলে বোঝা যায় না কখন ট্রেন আসছে, কোন লাইনে ট্রেন আসছে। যেকোনো ট্রেন তা লোকাল বা দূরপাল্লার যাই হোক না কেন ঘোষণা করতে হবে বলেই দাবি বিক্ষোভকারীদের।

তুরস্কের পার্লামেন্টের কাছে বিস্ফোরণ, আহত দুই নিরাপত্তরক্ষী

আঙ্কারা, ১ অক্টোবর (হি. স.) : তুরস্কের পার্লামেন্ট বিল্ডিংয়ের কাছে বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের পাশাপাশি গুলিচালনার ঘটনাও ঘটেছে। তুরস্কের রাজধানীতে আঙ্কারাতে রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। বিস্ফোরণে দুই নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছে। বিস্ফোরণে এক জঙ্গিরও মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

তুরস্কের ইন্টেরিয়র মন্ত্রী এই ঘটনাকে ‘জঙ্গি হামলা’ বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, দুই জন জঙ্গি রবিবার বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এর পর জঙ্গিদের সঙ্গে সে দেশের নিরাপত্তারক্ষীদের গুলির লড়াই চলে।

সেই গুলির লড়াইয়ে দুই নিরাপত্তরক্ষী আহত হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, বোমা বিস্ফোরণে এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন সে দেশের মন্ত্রী। তবে নিরাপত্তারক্ষীরা অপর জঙ্গিকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।

গরমের ছুটির পরই রবিবার খোলার কথা ছিল পার্লামেন্ট। তার আগেই এই বিস্ফোরণ এবং গুলি চালনার ঘটনা ঘটল। যদিও কারা এই হামলা চালিয়েছে, সে বিষয়ে এখনই কিছু জানা সম্ভব হয়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমানও এখনও জানা যায়নি। বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরা সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। বিশাল সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষীও মোতায়েন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বাঘেল রাজ্যস্তরের ”দিশা কমিটি” এবং ”আন্তর্জাতিক বয়স্ক ব্যক্তি দিবস”

রায়পুর, ১ অক্টোবর (হি.স) : রবিবার রায়পুরে একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন ছত্তিসগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল।

আজ রাজ্য স্তরের ”দিশা কমিটির” বৈঠকের পাশাপাশি” আন্তর্জাতিক বয়স্ক ব্যক্তি দিবস” অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল দুপুর ১২টায় সিভিল লাইনস রায়পুরের বিকাশ ভবনের সভাকক্ষে আয়োজিত রাজ্য স্তরের ”দিশা কমিটির” বৈঠকে যোগ দেবেন। এরপর দুপুর ১.২০ মিনিটে সর্দার বলবীর সিং জুনেজা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ”আন্তর্জাতিক বয়স্ক ব্যক্তি দিবস” অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী দুপুর ২.০৫ মিনিটে তাঁর বাসভবনে ফিরবেন।

বানিহালে ৩০ কেজি হেরোইন উদ্ধার, আটক দুই পাচারকারী

রামবন, ১ অক্টোবর (হি. স.) : জম্মু-কাশ্মীরের রামবান জেলার বানিহাল এলাকা থেকে শনিবার গভীর রাতে একটি গাড়ি থেকে ৩০ কেজি হেরোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় দুই পাচারকারীকে আটক করেছে পুলিশ।রবিবার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, শনিবার মধ্যরাতে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের বানিহাল এলাকা থেকে দুই সন্দেহভাজন মাদক চোরাকারবারীকে আটক করা হয়। তিনি বলেন, বানিহাল থানার ইনচার্জ মহম্মদ আফজাল ওয়ানির নেতৃত্বে একটি পুলিশের দল বানিহাল এলাকায় তল্লাশির সময় একটি গাড়ি থামিয়ে গাড়িটিতে তল্লাশি চালায়। সেইসময় ৩০ কেজি হেরোইন উদ্ধার করা হয়। তিনি জানান, সীমান্তের ওপার থেকে আনা হেরোইন উত্তর কাশ্মীর থেকে পাঞ্জাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশ দুই পাচারকারীকে আটক করে আরও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

হার্ট থেকে কিডনি, প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি খেলে ক্ষতি হতে পারে

খাবারে সামান্য একটু নুন কম হলেই মেজাজ একেবারে সপ্তমে। আলাদা করে নুন না মিশিয়ে ঝাল, ঝোল, তরকারি কিছুই মুখে রোচে না। এমনকি বাইরে বেরিয়ে সামান্য ফুচকা খেতে গেলেও আলুর পুরে বেশি করে নুন মেশাতে বলতে হয়। শরীরে প্রয়োজনীয় নানা উপাদনের মধ্যে সোডিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যা সাধারণ খাবারের মধ্যে দিয়েই প্রতি দিন শরীরে প্রবেশ করে। তবে তারও নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। দিনের পর দিন শরীরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নুন খাওয়ার ফলে শরীরে কেমন প্রভাব পড়ে, তা জানেন?

১) উচ্চ রক্তচাপ নুন বেশি খেলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। যা রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার জন্যে অনেকাংশে দায়ী। রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তা রক্তবাহিকার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বেড়ে যায়।

২) কিডনির সমস্যা শরীরে তরলের মাত্রা ঠিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিডনি। অতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে তরলের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে কিডনির উপর চাপ পড়ে। দীর্ঘ দিন ধরে কিডনির উপর চাপ পড়তে থাকলে তা বিকল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ৩) ওয়াটার রিটেনশন অতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে তরলের মাত্রা বাড়তে থাকে। এই অতিরিক্ত তরলই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমতে শুরু করে। পায়ের পাতা, গোড়ালি বা হাতের বেশ কিছু অংশে ফোলা ভাব দেখা যায়। সেখান থেকে প্রদাহ বাড়তে পারে।

৪) জল তেষ্টা বাড়িয়ে দেয়

অতিরিক্ত নুন খেলে জল তেষ্টা বেড়ে যায়। তাতে শরীরের ভাল তো নয়ই উল্টে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। শরীর ভাল রাখতে গেলে জল খাওয়া প্রয়োজন। তবে তারও নির্দিষ্ট মাপ রয়েছে। সারা দিনে ৭ থেকে ৮ গ্লাস অর্থাৎ ৩ থেকে ৪ লিটার জল খাওয়াই যথেষ্ট বলে মনে করেন চিকিতকেরা। তার বেশি জল খেলেই কিডনি, লিভারের মতো অঙ্গের উপর চাপ পড়ে। ৫) অস্টিয়োপোরোসিস

অতিরিক্ত নুন খেলে হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। মাত্রাতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। হাড়ের জন্যে প্রয়োজনীয় ক্যালশিয়াম মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। ফলে হাড় সহজেই ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

ডায়েট করেও ওজন কিছুতেই কমছে না?

পুজোর আগে রোগা হওয়ার জন্য অনেকেই তোড় জোড় শুরু করেন। খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ না করলে ওজন কমানো সম্ভব নয়। শরীরে মেদ জমা হয় খাওয়াদাওয়ার বেনিয়মেই। সেই বাড়তি ওজন ঝরাতে রাশ টানতে হবে খাওয়াদাওয়াতেই। ছিপছিপে হতে তাই কমবেশি সকলেই ভরসা রাখেন ডায়েটে। রোগা হওয়ার পরিকল্পনা করলেই প্রায় উপোস করার পথে হাঁটতে শুরু করেন কেউ কেউ।

তাতে অবশ্য লাভ কিছু হয় না। বরং ক্ষতি হয় যথেষ্ট। ডায়েট করেও ওজন ঝরে না। জেনে নিন, কোন অভ্যাসগুলি ওজন কমানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রোবায়োটিক না খাওয়া: ওজন ঝরানোর পর্বে প্রোবায়োটিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শরীরে প্রোবায়োটিকের ঘাটতি হলে ওজন কমানো মুশকিল হয়ে পড়ে। দইয়ে প্রোবায়োটিক সবচেয়ে বেশি থাকে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রোবায়োটিক খেতেই হবে। রোজ নিয়ম করে দই, দইয়ের ঘোল, দই দিয়ে বানানো ফ্রুট স্যালাড বেশি করে খেতে হবে।

জল কম খাওয়া: ওজন কমানোর জন্য শুধু কড়া ডায়েট মানলেই হবে না, জলও খেতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। নিয়ম মেনে ডায়েট করলেও জল খেতে ভুলে যান অনেকেই। জল কম খেলে হজম ভাল হয় না। রোগা হওয়ার জন্য হজম ঠিকঠাক হওয়া জরুরি। প্রয়োজনের তুলনায় কম জল খাওয়ার অভ্যাস ওজন বাড়িয়ে দেয়। তাই রোজ বেশি করে জল খেতে হবে। এ ছাড়া, জল বেশি আছে এমন ফল, ফলের রস খাওয়া যায়।

সকালের খাবার না খাওয়া: সকালে উঠে অনেক ক্ষণ খালি পেটে থাকা সবচেয়ে খারাপ অভ্যাস। এতে ওজন তো কমেই না, উল্টে বেড়ে যায়। উপোস করে থেকে ওজন কমানোর পরিকল্পনা একেবারেই ভুল। বরং সময় মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ওজন ঝরানো যায়। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে সকালের খাবার এড়িয়ে গেলে চলবে না।

চিনি খাওয়ার অভ্যাস: ওজন ঝরানোর জন্য ডায়েট করতে গিয়ে মিষ্টি, কেক-পেস্ট্রি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, অথচ রোজ সকালে চিনি দেওয়া চা, এমনকি রান্নাতেও চিনি ব্যবহার করছেন। দ্রুত ওজন ঝরাতে চাইলে সবার আগে চিনি খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

শরীরচর্চা না করা: খুব বেশি কড়া ডায়েট যেমন কিটো ডায়েট কিংবা ক্রাশ ডায়েট করে ওজন ঝরানোর তুলনায় পুষ্টিবিদেরা স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ওজন কমানোর পরামর্শ দেন বেশি। তবে কেবল ডায়েট নয়, সঙ্গে অবশ্যই শরীরচর্চাও করতে হবে। জিমে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভারী শরীরচর্চা না করলেও হাঁটাহাঁটি, জগিং, কার্ডিয়ো, যোগাসনের মতো হালকা ব্যায়াম কিন্তু করতেই হবে।

চুলের তেল, প্যাক, সিরাম, তৈরি করা যায় পেঁয়াজের খোসা দিয়ে

প্রতি দিনের মাছের পদে পেঁয়াজ, রসুন না পড়লেও ডিম কিংবা মাংস রাঁধতে গেলে পেঁয়াজ চাই। রূপচর্চাতেও পেঁয়াজের রস কাজে লাগে। তাই পেঁয়াজ কাটার পর তার খোসার জায়গা হয় আবর্জনার বালতিতে। শুনতে অবাক লাগলেও এ কথা সত্যি যে পেঁয়াজের মতোই পেঁয়াজের খোসারও অনেক গুণ রয়েছে। সামনেই তো পুজো। বেহাল চুলের জেল্লা ফেরাতে প্রচুর খরচ করে সালোঁয় না গিয়ে পেঁয়াজের খোসা দিয়েই তৈরি করে ফেলতে পারেন তেল, সিরাম এবং মাস্ক।

যা নিষ্প্রাণ চুলে জেল্লা আনবে এবং অতিরিক্ত চুল ঝরে পড়ার সমস্যা থেকেও রেহাই দেবে।

১) পেঁয়াজের খোসা দিয়ে তৈরিহেয়ার মাস্ক:

পেঁয়াজের খোসা রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে রাখতে পারেন। না হলে দোকান থেকে তা কিনেও আনতে পারেন। এ বার খোসার সঙ্গে পরিমাণ মতো অ্যালো ভেরা জেল মিশিয়ে একটি প্যাক তৈরি করুন। স্নানের আগে মাথার ত্বকে, চুলে ভাল করে মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। ঘণ্টাখানেক রেখে মাইল্ড কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

২) পেঁয়াজের খোসা ভেজানো জল:

বাজার থেকে কেনা সিরামে রাসায়নিক পদার্থ থাকতেই পারে। তাই বলে চুলের যত্নে সিরাম মাখা বন্ধ থাকবে কেন? বাড়িতে সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারেন এই প্রসাধনীটি। একটি পাত্রে জল এবং পেঁয়াজের খোসা ভাল করে ফুটিয়ে নিন। জল কিছুটা ঠান্ডা হলে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। স্নানের আধ ঘণ্টা আগে ওই জল দিয়ে মাথা ধুয়ে নিন। তার পর হালকা কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

৩) পেঁয়াজের খোসা দিয়ে তৈরি তেল:

নারকেল তেল এবং রোদে শুকনো করে রাখা পেঁয়াজের খোসা ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার হালকা আঁচে তেল গরম হতে দিন। কিন্তু ফোটানোর প্রয়োজন নেই। তার পর একটু ঠান্ডা হলে মাথার ত্বকে মেখে ফেলুন। আধঘণ্টা রেখে মাইল্ড কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

দুধ, ছানা না খেলেও সময়ে সুস্থ থাকতে গেলে নিয়মিত টক দই খেতে হবে

দুধের চেয়ে দইয়ের পুষ্টিগুণ অনেকটাই বেশি। দুধ থেকে দই তৈরির যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তাতেই ল্যাক্টোব্যাসিলাস ব্যাক্টেরিয়ার জন্ম। ফলে যাঁদের ল্যাক্টোজ ইনটলারেন্স রয়েছে, তাঁদের দই খেতে সমস্যা হয় না। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অন্ত্রে থাকা ভাল ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে পারে টক দই।

তাই শিশু থেকে বৃদ্ধ, সকলকেই টক দই খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। টক দই খেলে শরীরে আর কী কী উপকার হয় জানেন?

১) প্রতিরোধশক্তি বাড়িয়ে তোলে

আবহাওয়ার খামখেয়ালি স্বভাবের জন্য সংক্রমণজনিত নানা প্রকার রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্দি-কাশি-জ্বর তো প্রায় প্রতিটি ঘরেই হচ্ছে। এই সময়ে নিয়মিত টক দই খেলে তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

২) হাড় মজবুত করে

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের হাড়ের ক্ষয় হয় বেশি। তাই অস্টিয়োপোরোসিসের মতো হাড়ের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে নিয়মিত টক দই খেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালশিয়াম শরীরে পৌঁছয়। যা এই ধরনের হাড়ের সমস্যা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৩) উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে

টক দই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। যাঁরা নিয়মিত টক দই খান, তাঁদের রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাও সীমার মধ্যেই থাকে। ফলে ধমনীর পথ রুদ্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা কিছুটা হলেও এড়িয়ে চলা যায়। ৪) গোপনাঙ্গের সুরক্ষায় বর্ষাকালে মহিলাদের গোপনাঙ্গে ছত্রাকঘটিত সংক্রমণের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। যৌনাঙ্গের পিএইচের মাত্রায় হেরফের হতে পারে। চিকিতকেরা বলছেন, টক দইয়ে থাকা ভাল ব্যাক্টেরিয়া এই ধরনের ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ রুখে দিতে পারে।

৫) ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে

পুজোর আগে শরীরের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ছিপছিপে হতে চাইলে নিয়মিত টক দই খাওয়া শুরু করতে হবে এখন থেকেই। কারণ, টক দই খেলে বিপাক হার ভাল হবে। আর বিপাকহার ভাল হলে ওজন ঝরানো সহজ হবে। এ ছাড়াও, শরীর থেকে কর্টিজল হরমোন ক্ষরণের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করে টক দই। এই কর্টিজল হরমোনও কিন্তু শরীরে মেদ জমার আরও একটি কারণ।

রোজ সকালে একবাটি ছোলা খেলেই সুগার, কোলেস্টেরল থাকবে নিয়ন্ত্রণে

হালে প্রোটিন পাউডার যুক্ত হয়েছে ফিটনেস ফ্রিক্দের ডায়েটে। এর আগে ব্যায়ামবীররা মুগুর ভাঁজার পর ছোলাই খেতেন। যাঁরা রোজ নিয়ম করে মাঠে ছুটতে যেতেন তাঁরাও প্রথমে সেই গুড় আর ছোলাই খেতেন। একমুঠো ভেজানো ছোলা দিয়ে হত দিনের শুরু , বাচ্চাদের ঘুম থেকে তুলে একরকম জোর করেই ভেজানো ছোলা-বাদাম-মুগ খেতে দোওয়া হত। ছোলার একাধিক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। ছোলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকে যা আমাদের পেশী গঠনে সাহায্য করে। ছোলা ফাইবারের খুব ভাল উৎস ফলে হজমে কোনও রকম সমস্যা হয় না, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও ছোলার কোনও তুলনা নেই। ছোলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালশিয়াম যা হাড়, দাঁত মজবুত করতে সাহায্য করে। ছোলার ডালে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি এবং ফোলেটের মতো বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন রয়েছে যা শরীর স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে। এছাড়াও ছোলার মধ্যে থাকে ফোলিক অ্যাসিড-যা গর্ভবতী মহিলাদের জন্য খুবই উপকারী। ছোলাতে প্রচুর পরিমাণ ম্যাগনেসিয়ামও থাকে, যা একটি শিশুর বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আর অঙ্কুরিত ছোলা খেতে পারলে তার তো উপকারিতা অনেক- শরীরকে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় পুষ্টি দিতে ছোলার কোনও তুলনা নেই। ছোলায় প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন আর মিনারেল প্রচুর পরিমাণে থাকে। ফলে তা শরীরকে শক্তি দেয় আর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করে। অঙ্কুরিত ছোলার মধ্যে প্রোটিনের ভাগ অনেক বেশি থাকে। যা পেশীর বিকাশের জন্য প্রয়োজন। যাঁরা নিরামিষ খান তাঁদের প্রতিদিন একমুঠো করে ছোলা খাওয়া দরকার। ছোলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার থাকে যা আমাদের হজম করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্যও দূর করে। তাই পেটের সমস্যা হলে রোজ নিয়ম করে ছোলা খেতে হবে। অঙ্কুরিত ছোলায় রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি এর পাশাপাশি বি কমপ্লেক্স, যা আপনার শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও, এতে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়ামের মতো খনিজ উপাদান রয়েছে যা হাড় ও হার্টের জন্য প্রয়োজনীয়

যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাঁদের জন্যেও খুব উপকারী হল ছোলা। সকালে ঘুম থেকে উঠে ছোলা খেলে সারাদিন সুগার বশে থাকে। অঙ্কুরিত ছোলার মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ক্যালশিয়াম যা হাড় ও দাঁত মজবুত রাখে। আর ছোলাতে আয়রনের ভাগ অনেক বেশি। থাকে ক্যালশিয়ামও। ফলে হাড়ের জোর বাড়াতে, শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে, জটিল হার্টের সমস্যা প্রতিরোধ করতে এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়ম করে অঙ্কুরিত ছোলা খান।

রাতে জাগারে অভ্যাস অজান্তেই শরীরে বাসা বাঁধছে ডায়াবেটিস

ব্যস্ত জীবনযাপন এবং কাজের কারণে বেশিরভাগ মানুষই আজকাল পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমাতে পারেন না। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরে স্বাস্থ্যের উপর। আজকাল আধুনিক জীবনধারার কারণে মানুষ গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন। আর এটি তাঁদের কাছে ভীষণ সাধারণ একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই সাধারণ অভ্যাস যে তাঁদের জীবনে কতটা ক্ষতি করছে, তা টেরই পাচ্ছেন না অনেকে। সম্প্রতি, একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে ,যাঁরা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন তাদের টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। গবেষকদের মতে, যারা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন তাঁদের অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও অন্য মানুষের তুলনায় বেশি হয়। অ্যানালস অফ ইন্টারনাল মেডিসিন জার্নালে এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। হার্ভার্ড মেডিসিন স্কুলের গবেষকরা ৬০ হাজার নার্সের ওপর এই গবেষণা চালিয়েছেন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে রাতে কাজ করা নার্সরা কাজেক কারণে রাতে ঘুমোননা। এবং শুধু তাই-ই নয়, অস্বাস্থ্যকর খাবার খান। আর যার প্রভাব পড়ছে তাঁদের শরীরের উপর। গবেষকরা বলছেন, গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা রাতে জেগে কাজ করেন তাদের টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি দিনের বেলা কাজ করা মানুষের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেশি।গবেষণায় বলা হয়েছে, যাঁরা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন এবং দিনে ঘুমান, তাঁদের ঘুমের চক্রে ব্যাঘাত ঘটে। এর ফলে শরীরের বিপাকীয় প্রক্রিয়ার অবনতি ঘটে। এর ফলে শরীরে চর্বি জমতে থাকে এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসের মতো মারাত্মক রোগ হয়। গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, যাঁরা অনেক রাত জাগেন, প্রায় ভোরের দিকে ঘুমোন, তাঁদের ফ্যাট মেটাবলিজমের মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে।দুই ধরনের ডায়াবেটিস আছে — টাইপ ১ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস। টাইপ ১ ডায়াবেটিস বেশিরভাগ লোকের জিনগত কারণে ঘটে এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার কারণে ঘটে। টাইপ ২ ডায়াবেটিসে, অগ্ন্যাশয় প্রয়োজন অনুযায়ী ইনসুলিন তৈরি করতে সক্ষম হয় না। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মাধ্যমে টাইপ ২ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস সমস্যায় ভুগছেন?

খাবার খাওয়ার পর চোঁয়া ঢেকুর, গলা-বুক জ্বালার মতো শারীরিক অস্বস্তি হতে থাকে? এগুলো গ্যাস-অম্বলের লক্ষণ। অনেকেই বাড়ির খাবার খেয়েও বদহজমের সমস্যায় ভোগেন। তাছাড়া বাইরের অস্বাস্থ্যকর খাবার নিয়মিত খেলে গ্যাস-অম্বলের সমস্যা হতেই থাকে। কিন্তু গ্যাস-অম্বল হলেই অ্যান্টাসিড খেয়ে নেওয়া, মোটেই ভাল অভ্যাস নয়। তাই চিকিৎসকেরা বলেন, লাইফস্টাইলে বদল এনে বদহজমের সমস্যাকে দূর করতে। তবে, সাম্প্রতিকতম গবেষণা বলছে, হলুদ খেলে আপনার বদহজমের সমস্যা দূর হতে পারে।পেটের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে হলে, সেটা মোটেই ভাল নয়। বাজারে গ্যাস- অম্বল নিরাময়ের ওষুধের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু সবসময় অ্যান্টাসিডের উপর ভরসা করে থাকাও স্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত নয়। যে কারণে বদহজম থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই ঘরোয়া প্রতিকারের সন্ধানে থাকেন। সেখানে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা বলছে, হলুদ বদহজম থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। হলুদের মধ্যে কারকিউমিন নামের একটি সক্রিয় যৌগ রয়েছে। এই প্রাকৃতিক উপাদান প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। তাছাড়া এর মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান রয়েছে।১৮ থেকে ৭০ বছর বয়সি ২০৬ জন রোগীর মধ্যে এই গবেষণা করা রয়েছে। ২০৬ জনের প্রত্যেকেই দীর্ঘদিন ধরে নানা কারণে পেট খারাপে ভুগছিলেন। একে ফাংশনাল ডিসপেপসিয়া বলা হয়। এই রোগীদের থাইল্যান্ডের হাসপাতাল থেকে নিয়োগ করা হয় এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদের চিকিৎসা করা হয়। এই ২০৬ জন রোগীর প্রত্যেককেই ২৮ দিনের ট্রায়ালের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই গবেষণাতেই দেখা গিয়েছে, পেটের রোগ কমাতে হলুদ দারুণ কার্যকর।

ওষুধের তুলনায় হলুদ কতটা বেশি কার্যকর, সেটা যাচাই করার জন্যই এই গবেষণা করা হয়েছিল। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম দলের ৬৯ জনকে ছোট ড্যামি ক্যাপসুল সহ দিনে চারবার ২৫০ গ্রাম কারকিউমিন দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় গ্রুপের ৬৮ রোগীকে প্রতিদিন ওমেপ্রাজল অর্থাৎ একটি ছোট ২০ মিলিগ্রাম ক্যাপসুল এবং দিনে চারবার দুটি বড় ডামি ক্যাপসুল দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় দলের ৬৯ রোগীকে হলুদ এবং ওমিপ্রাজলের সংমিশ্রণ দেওয়া হয়। এই গবেষণায় দেখা যায়, ২৮ দিনের মাথায় রোগীদের মধ্যে লক্ষণগুলো উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। বিশেষ করে ব্যথা ও শারীরিক অস্বস্তি। যাঁরা ওমিপ্রাজলের সঙ্গে হলুদ গ্রহণ করেছিলেন, ৫৬তম দিনে তাঁদের মধ্যে লক্ষণগুলো জোরাল হয়েছে। আবার অনেক সময় হজম সংক্রান্ত সমস্যা দূর করতে হলুদ দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে। তাই হলুদ কার্যকর হলেও কতটা উপকারী তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে। তবে, এ বিষয়ে আরও গবেষণায় প্রয়োজন রয়েছে।

দেওয়াল ধসে ৩ শিশুর মৃত্যু, শোকার্ত পরিবারকে নিয়ে দিল্লিযাত্রা তৃণমূলের

বাঁকুড়া, ১ অক্টোবর (হি.স.) : প্রচণ্ড বৃষ্টিতে জেরে শনিবার সকালে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বোড়ামারা গ্রামের তিন শিশুর।সদ্য সন্তানদের হারিয়ে শোকে পাথর পরিবারের লোকজন। সেই পরিস্থিতির মধ্যে মৃত শিশুদের পরিবারের সদস্যদের দিল্লি নিয়ে গেলেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন ও তৃণমূল নেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয় শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে। যদিও শাসক দলের বক্তব্য, ওনারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দিল্লি যাচ্ছেন প্রতিবাদ জানাতে। এতে তৃণমূল নেতৃত্ব শুধু সহযোগিতা করেছে। তবে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।

রবিবার সকালে এই তিন শিশুর পরিবারের সঙ্গে বাঁকুড়ার বোড়ামারা গ্রামে গিয়ে দেখা করেন শান্তনু সেন ও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের দিল্লি যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। জানা গিয়েছে, দীর্ঘ প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে মৃত শিশুদের পরিবারের সদস্যদের বোঝানোর চেষ্টা করেন শান্তনু ও সায়ন্তিকা। প্রথমে মৃত শিশুদের পরিবার দিল্লি যেতে রাজি হয়নি। দীর্ঘক্ষণ বোঝানোর পর অবশেষে তিন পরিবারের পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে রওনা দেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে মাঝপথে একজন ফিরে আসেন বাড়িতে।

সূত্রের খবর, তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে রওনা দিয়েছেন মৃত শিশু নিশা সর্দার, রোহন সর্দার, অঙ্কুশ সর্দারের বাবারা। তাঁরা হলেন প্রশান্ত সর্দার, জয়দেব সর্দার ও চণ্ডি সর্দার। এছড়াও নিশার কাকা শক্ত সর্দারও রওনা দিয়েছেন।

এদিন, মর্মান্তিক এই ঘটনার দায় পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের কাঁধে তুলে শান্তনু সেন ও সায়ন্তিকা জানান, কাউকে জোর করে নয়, ওনারা নিজেরাই দিল্লির আন্দোলনে সামিল হয়ে এ রাজ্যের প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছেন। সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, "১১ লক্ষ লোকের বাড়ির জন্য পোর্টালে আপলোড করা হয়েছিল। শুধুমাত্র প্রতিহিংসার কারণে এই মানুষগুলোর প্রথম কিস্তি ৮ হাজার ২০০ কোটি টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে। আমরা মৃতদের পরিবারের পাশে রয়েছি।" অপরদিকে, তৃণমূল নেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "আমরা সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাচ্ছি না। তাঁরা তাঁদের কষ্টের কথা জানাতে চাইছেন। আমরা তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করছি।"

তবে তৃণমূলের নেতা-নেত্রী যতই বলুন না কেন মৃতের পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্য কথা। মৃত শিশু নিশার বাবা বলেন, "আমার যেতে এতটুকুও ইচ্ছা করছে না। ওরা যাওয়ার জন্য বারবার বলছে। কী করবে আমি কিছুই জানি না। " বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, "শান্তনু সেন ও সায়ন্তিকা বর্গীদের মতো এসে মৃতের পরিবারকে তুলে নিয়ে গেল। মৃতের পরিবাররা প্রথমে যেতে চায়নি। ওখানে ১৫ বছর ধরে তৃণমূল ক্ষমতা ধরে রেখেছে পঞ্চায়েতের। কেন বাড়ি হয়নি?"

বাসভবনে গিয়ে ভুবন চন্দ্র খান্দুরিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি

দেহরাদূন, ১ অক্টোবর (হি.স) : উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভুবন চন্দ্র খান্দুরিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ভুবন চন্দ্র খান্দুরির জন্মদিন আজ । সেই উপলক্ষ্যে দেহরাদূনের বসন্ত বিহারে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান পুষ্কর সিং ধামি। রবিবার ভুবন চন্দ্র খান্দুরির বসন্ত বিহারের বাসভবনে তাঁর জন্মদিন অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি সেখানে গিয়ে তাঁর জন্মদিনে অভিনন্দন জানান এবং তাঁর সুস্থ জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী ধামির সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভুবন চন্দ্র খান্দুরির বসন্ত বিহারের বাসভবনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে যান বিজেপি রাজ্য সভাপতি মহেন্দ্র ভাট, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অজয় কুমার, মন্ত্রী গণেশ যোশী এবং সংস্থার অনেক নেতা এবং আধিকারিকরা। সকলেই মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ভুবন চন্দ্র খান্দুরিকে জন্মদিনের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে রবিবার সকাল থেকেই তাঁর বাসভবনে নেতা-কর্মীদের ভিড় জমেছিল। ভুবন চন্দ্র খান্দুরির ছেলে মনীশ খান্দুরিও আজকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

পুরুলিয়ায় দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু শিশুর, আহত আরও চার

পুরুলিয়া, ১ অক্টোবর (হি. স.) : বাঁকুড়া, বীরভূমের পর এবার পুরুলিয়ার কেন্দা থানার অন্তর্গত পানিপাথর অঞ্চলের দরডি গ্রামে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল শিশুর। এছাড়াও আহত আরও চারজন। দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাত থেকে ক্রমাগত বৃষ্টির কারণে সুদর্শন সহিস নামে এক ব্যাক্তির বাড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়ে। এতে তাঁর ছেলে ও মেয়ে ছাড়া আরও তিন পরিবারের সদস্য আহত হন। তাদের চিকিৎসা চলছে পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজে। মৃতের ঠাকুমা বলেন, "হঠাৎ করে ঘরটা পড়ে গেল। ওরা খাবার খাচ্ছিল বারান্দায় বসে। সেই সময় কোলের বাচ্চাটা চাপা পড়ে যায়। টেনে টেনে বের করল মাটির ভিতর থেকে। হাসপাতালে ভর্তি সব।" প্রসঙ্গত, শনিবার মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে বাঁকুড়ায় মৃত্যু হয় তিন শিশুর। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে আবারও মৃত্যুর খবর। পুরুলিয়ায় মাটির দেওয়াল ধসে মৃত্যু তিন বছরের শিশুকন্যার।

পুরী থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পর্যটক বোঝাই বাস, জখম ২৫, আশঙ্কাজনক ১১ জন

মেদিনীপুর, ১ অক্টোবর (হি.স.) : পুরী থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পশ্চিমবঙ্গের পর্যটকদের বাস। রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের উকুনমারিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পর্যটক বোঝাই বাস। জখম কমপক্ষে ২৫ জন যাত্রী। আশঙ্কাজনক ১১। তাঁদের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের বেশ কয়েকজন বাসে চড়ে পুরী গিয়েছিলেন। শনিবার পুরী থেকে বাংলার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তাঁরা। রবিবার ভোরে পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের উকুনমারিতে ঘটে বিপত্তি। রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে উলটে যায় বাসটি। ২৫ জন কমবেশি জখম হন। তাঁদের উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের মধ্যে ১১ জনের অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক।

কীভাবে বাসটি নয়ানজুলিতে উলটে গেল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চালক কি অতিরিক্ত বেশি গতিতে বাস চালাচ্ছিলেন ? তিনি মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন কিনা, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, চালক ঘুমিয়ে পড়েন। তাই ঘুমঘোরেই বাসটি দুর্ঘটনার মুখে পড়ে।

ঝাড়ু হাতে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে নামলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর (হি.স.) : স্বচ্ছ ভারতের লক্ষ্যে ঝাড়ু হাতে দেশকে নেতৃত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২ অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তীর আগের দিন সাফাই অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই কারণে ১ অক্টোবর, রবিবার ঝাড়ু হাতে ময়দানে নামলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন প্রায় ১ ঘণ্টা এই সাফাই অভিযানে অংশ নেন তিনি। সেই ভিডিও প্রধানমন্ত্রী নিজের 'এক্স' হ্যান্ডেলে পোস্টও করেন। এই অভিযানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ফিটনেস বিশেষজ্ঞ অঙ্কিত বাইয়ানপুরিয়া। ক্যাপশানে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "আজ, ভারতের লক্ষ্য স্বচ্ছতা।"

ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, হাতে গ্লাভস পরে ময়লা পরিস্কার করছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। একটি বাগানে ঝাড়ু নিয়ে ঝাট দিতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। তাঁর সঙ্গে এই স্বচ্ছতা অভিযানে ছিলেন তরুণ ফিটনেস বিশেষজ্ঞ অঙ্কিত। তবে ঠিক কোথায় ভিডিওটি রেকর্ড করা হয়েছে তা জানা যায়নি। চার মিনিট ৪১ সেকেন্ডের ভিডিওটি নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ক্যাপশানে লিখেছেন, "আজ যেহেতু ভারতের লক্ষ্য স্বচ্ছতা, তাই অঙ্কিত বাইয়ানপুরিয়া এবং আমি একই কাজ করেছি। কেবল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই নয়, আমরা ফিটনেস এবং সুস্থতাকেও মিশ্রিত করেছি। সবটাই স্বচ্ছ এবং সুস্থভারতের ভাবনা।"

ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডএ ভারতকে প্রথম সোনা এনে দিলেন অবিনাশ সাবলে

হানঝাউ, ১ অক্টোবর(হি.স.): এশিয়ান গেমসের ট্র্যাকে এখনও নামেননি নীরজ। তার আগেই ট্র্যাক থেকে সোনা তুলে আনলেন অবিনাশ সাবলে। এশিয়াডে ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে সোনা জিতলেন ভারতের অবিনাশ সাবলে। তিনি গেমস রেকর্ড গড়ে ৮:১৯.৫৩ সেকেন্ডে শেষ করেন। এ বারের এশিয়ান গেমসে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড থেকে এটিই ভারতের প্রথম সোনা। এটি ভারতের ১২ তম সোনা এশিয়ান গেমসে।

উল্লেখ্য, অবিনাশ চলতি বছরের জুলাইতে ভারতের প্রথম ট্র্যাক অ্যাথলিট হিসেবে প্যারিস অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

কোরিয়ার বিরুদ্ধে ড্র করে সবিতাদের সেমিফাইনাল নিশ্চিত

হানঝাউ, ১ অক্টোবর(হি.স.): এশিয়ান গেমসে মেয়েদের হকিতে পরপর তিন ম্যাচ অপরাজিত ভারতের মেয়েরা। আজ, রবিবার অবশ্য দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে জয় নয়,১-১ ড্র করল ভারত।

প্রথম কোয়ার্টারে ১-০ পিছিয়ে পড়েও ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভারতের মেয়েরা। ম্যাচের ১২ মিনিটে চো হেজিনের গোলে এগিয়ে যায় কোরিয়ানরা। এরপর দ্বিতীরার্ধে নভনীত কৌর সমতা ফেরান ৪৪ মিনিটে। পুরো ম্যাচে আর কোনও গোল হয়নি। কোরিয়ার আগে সিঙ্গাপুরকে ১৩-০ গোল ও তারপর দ্বিতীয় ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে হাফডজন গোলে জিতেছিলেন সবিতারা। অবশ্য কোরিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের সেই দাপট দেখা গেল না। ১-১ ড্র করে শেষ করায় পুল-এ-তে আপাতত শীর্ষে ভারত। প্রতি পুলের প্রথম দুই স্থানে থাকা দুটি করে দল সেমিফাইনালে উঠবে।

গান্ধী জয়ন্তীর কর্মসূচিতে অংশ নিতে রবিবার গভীর রাতে মুখ্যমন্ত্রী যোগী গোরক্ষপুরে পৌঁছবেন

গোরক্ষপুর, ১ অক্টোবর (হি.স) : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রবিবার গভীর রাতে গোরক্ষপুরে যাবেন। প্রশাসন সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। যোগী গোরক্ষপুরে পৌঁছে গোরক্ষনাথ মন্দিরে রাতে থাকবেন। রাতে বিশ্রামের পর তিনি ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, রবিবার গোরক্ষপুরে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়ার কারণ হল, যাতে তিনি সোমবার ২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া গান্ধী জয়ন্তীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারেন। পরের দিন ৩ অক্টোবর যোগী আদিত্যনাথ কৃষকদের প্রদর্শনী চক মাফির উদ্বোধন করবেন।

বীরভূমে মাটির দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু বৃদ্ধের

লাভপুর, ১ অক্টোবর (হি. স.) : অতিবৃষ্টির জেরে বাঁকুড়ার পর এবার বীরভূমে মাটির দেওয়াল ধসে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম তমালকৃষ্ণ মণ্ডল (৭৮)।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, শনিবার রাতভর বৃষ্টির কারণে আচমকাই মাটির দেওয়াল ফেটে যায়।রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন তমালবাবু। সেইসময় হুড়মুড়িয়ে মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ে তাঁর উপর। দেওয়াল চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের। কোনওক্রমে বৃদ্ধকে উদ্ধার করেন এলাকাবাসী। দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে। সেখানেই ময়নাতদন্ত করা হবে তাঁর। বৃদ্ধের ছেলে জানান, "বাবা বয়স্ক মানুষ। সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা মাটির বাড়ির সামনে গিয়েছিল। সেই সময় আচমকা ভেঙে পড়ে বাড়িটি। আর বাঁচানো যায়নি।"

প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রস্তুতি পর্যালোচনা মুখ্য সচিব ও ডিজিপির

জগদলপুর, ১ অক্টোবর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছত্তিসগড় সফরের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন মুখ্য সচিব ও ডিজিপি। আগামী ৩ অক্টোবর, মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর রাজ্যের জগদলপুরের লালবাগে সফর রয়েছে। সেই সফর উপলক্ষ্যে রবিবার মুখ্য সচিব অমিতাভ জৈন এবং ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ অশোক জুনেজা জগদলপুরের লালবাগ ময়দান পরিদর্শন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সফরের জন্যই সেখানকার প্রস্তুতি কতদূর হয়েছে তা আজ খতিয়ে দেখতে সেখানে যান মুখ্য সচিব অমিতাভ জৈন ও ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ অশোক জুনেজা। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর ডিজিপি জগদলপুরের লালবাগের নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার বিষয়ে আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সেইসঙ্গে যথাসময়ে সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করতেও বলেন। রবিবার সভাস্থল পরিদর্শন করতে মুখ্য সচিব ও ডিজিপি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, এডিজি বিবেকানন্দ সিনহা, কমিশনার শ্যাম ধাভদে, কালেক্টর বিজয় দয়ারাম, এসপি জিতেন্দ্র মীনা এবং অন্যান্য আধিকারিকরা।

শিলিগুড়িতে "স্বচ্ছতা হি সেবা" কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন স্মৃতি ইরানি

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর (হি. স.) : মহাত্মা গান্ধীর ১৫৪ তম জন্মবার্ষিকীর আগে রবিবার 'স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযান' এর অধীনে সারা দেশে শ্রমদান কর্মসূচি হচ্ছে। রবিবার নকশালবাড়ির অটল চা বাগানে স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযানে অংশ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।

এদিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং—এর সাংসদ রাজু বিস্ত, বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ পর্যবেক্ষক মঙ্গল পাণ্ডে প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিও

'এক তারিখ, এক ঘণ্টা, এক সাথ'-এর প্রচারে যোগদান গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর

আহমেদাবাদ, ১ অক্টোবর (হি.স) : গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল 'এক তারিখ, এক ঘণ্টা, এক সাথ' —এর প্রচারে অংশগ্রহণ করেন। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযানের ডাকে ভূপেন্দ্র প্যাটেল 'এক তারিখ, এক ঘণ্টা, এক সাথ'-এর প্রচারে যোগ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী প্যাটেল ঘাটলোদিয়া এলাকার লক্ষ্মণগড় টেকরো এবং সাইবাবা মন্দির সংলগ্ন রাস্তায় এই কর্মসূচিতে অংশ্রগ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে পরিস্কার করে কর্মসূচির সূত্রপাত করেন। মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল গুজরাটের সমস্ত মানুষকে এই অভিযানে যোগ দিতে আহ্বান জানান। পরিচ্ছন্নতা অভিযানে সকলকে যোগ দিয়ে এই অভিযানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতেও বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্বচ্ছতা অভিযানের কারণেই স্বচ্ছ হচ্ছে ভারত : ভি.কে. সিং

গাজিয়াবাদ, ১ অক্টোবর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বচ্ছতা অভিযানের জন্যই ভারত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। রবিবার উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে একথা বলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় মহাসড়ক প্রতিমন্ত্রী এবং অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ডক্টর ভি কে সিং।

রবিবার তিনি গাজিয়াবাদের শহীদ স্থল মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। এই প্রচারাভিযানে সকলকে আহ্বান জানাতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ভি কে সিং নিজেই ঝাড়ু হাতে তুলে নেন। স্বেচ্ছাসেবক হয়ে ঝাড়ু দিয়ে স্বচ্ছতা কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সকলকে অনুপ্রাণিত করেন।

তিনি জানান, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণ করে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করেছেন। যেসব স্থানে জনসমাগম হয় সেখানকার মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। তারফলে ভারতও পরিষ্কার হয়ে উঠছে। এই কর্মসূচীর অধীনে সকলে মিলে শহীদ স্থলে একত্রিত হয়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেন।

এদিনের কর্মসূচিতে মেয়র সুনীতি দয়াল শহরের মানুষকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর বিশেষ নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন। এই উপলক্ষ্যে রবিবার জেলাশাসক রাকেশ কুমার সিং এবং পৌর কমিশনার বিক্রমাদিত্য মালিক শহরের মানুষকে পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতন করেন। এই অভিযানে আজকে উপস্থিত ছিলেন, পৌর কর্পোরেশনের কর্মচারী, এনজিওর আধিকারিকরা এবং স্বেচ্ছাসেবকরা।

হলদিবাড়িতে চলন্ত সরকারি বাসে আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন

হলদিবাড়ি, ১ অক্টোবর (হি. স.) : কোচবিহারে ব. ব. হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়কের উত্তরপাড়া কলেজ সংলগ্ন এলাকায় চলন্ত সরকারি বাসে আচমকাই আগুন। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন। তবে অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় বাসের যাত্রীরা। রবিবার ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি ঢোকার মুখে কলেজ সংলগ্ন এলাকায় ওই বাসের পেছন থেকে প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া বের হতে দেখে যাত্রীরা। যাত্রীদের চিৎকারে বাসচালক বাস থামিয়ে দেয়। গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয় যাত্রীদের। চালকের তৎপরতায় অল্পের জন্য রক্ষা পায় যাত্রীরা। তারপরেই স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায় বাসের কর্মীরা। পরবর্তীতে খবর পেয়ে হলদিবাড়ি দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায়।

অসমের সাফাই কর্মীদের জন্য দু হাজার নতুন গৃহ নির্মাণ, গুয়াহাটিতে সাফাই কার্যক্রমে যোগদান করে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১ অক্টোবর (হি.স.) : অসমের সাফাই কর্মীদের জন্য ২০০০ হাজার নতুন গৃহ নির্মাণের এক সুদূরপ্রসারী প্রকল্প ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আহূত 'স্বচ্ছতা হি সেবা' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সাফাই কর্মী সংশ্লিষ্ট এ ছাড়া আরও কিছু প্রকল্প ঘোষণা করেছেন তিনি।

নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ রবিবার সকালে পরিষদীয় মন্ত্রী অশোক সিংঘল, রাজ্যসভার সদস্য পবিত্র মার্ঘেরিটা, গুয়াহাটির মেয়র মৃগেণ শরণিয়াদের সঙ্গে নিয়ে গান্ধীমণ্ডপে জাতির জনক মহাত্মার পূর্ণাবয়ব মূর্তি পরিষ্কার করে সংলগ্ন এলাকায় সাফাই কার্যক্রমে যোগদান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আহূত 'স্বচ্ছতা হি সেবা' কর্মসূচির অঙ্গ স্বরূপ গুয়াহাটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আজ 'এক তারিখ এক ঘণ্টা এক সাথ' শীর্ষক এক কার্যসূচির আয়োজন করেছিল। এতে অংশগ্রহণ করে সাফাই অভিযানের ফাঁকে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে বার্তালাপে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন ২ অক্টোবরের আগের দিন আজ ১ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা দেশবাসীকে শ্রমদান করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানের সাড়া দিয়ে আজ গোটা অসমে "স্বচ্ছতা হি সেবা" কর্মসূচির অধীনে মোট ২২,৪৪২টি স্থানে স্বচ্ছতা অভিযান চলছে। এর মধ্যে ১৮,৪৫৫টি গ্রামীণ এবং ৩,৯৮৭টি শহুরে এলাকা রয়েছে।

অসমের সাফাই কর্মীদের জন্য ২০০০ (দুই হাজার) নতুন গৃহ নির্মাণের এক সুদূরপ্রসারী প্রকল্পের পাশাপাশি ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে গুয়াহাটি পুর নিগমের অধীন ২০০০ থেকে ২২০০টি গৃহ পুনর্নির্মাণ করার কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব। এছাড়া সাফাই কর্মীদের সন্তান যারা মাধ্যমিক পাশ করবে তাদের বছরে ১০ হাজার, উচ্চমাধ্যমিকে যারা পড়বে বা পরীক্ষায় পাশ করবে তাদের ১৫ হাজার টাকা করে স্কলারশিপ প্রদান করবে রাজ্য সরকার। কেবল তা-ই নয়, যাঁরা মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং সহ যে সব প্রফেশনাল কোর্সে পড়বেন তাঁদের বছরে ৫০ হাজার টাকার বৃত্তি দেওয়ার কথাও মুখ্যমন্ত্রী আজ ঘোষণা করেছেন। আগামী ১ এপ্রিল থেকে এই প্রকল্প কার্যকর হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের এক ঘণ্টার কর্মসূচির বলে স্বচ্ছতার কতটা প্রয়োজন সে সম্পর্কে মানুষ অবগত হবেন এবং এলাকা স্বচ্ছ রাখতে সাফাইকর্মীদের কতটুকু কষ্ট সহ্য করতে হয় সে সম্পর্কেও একটা ধারণার সৃষ্টি হবে। নিজের অনুভব ব্যক্ত করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, নির্ধারিত কর্মসূচিতে আসতে ট্র্যাফিক জ্যামের দরুন তাঁর তিন মিনিট বিলম্ব হয়েছে। এক ঘণ্টার পরিবর্তে টানা ৫৭ মিনিট সাফাইকার্য করেছেন। এই সময়কালে তাঁর কতটা কষ্ট হয়েছে, তা তিনি নিজে টের পেয়েছেন। অতএব যে সকল সাফাইকর্মী আট-নয় ঘণ্টা কাজ করেন, তাঁরা কতটা শ্রমদান করেন, কতটা কষ্ট করেন তা অনুভব করতে পারবেন সাধারণ জনতা।

এক ঘণ্টার সাফাই কার্যক্রম সকলকে বাস্তব সত্য উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে বলে বিশ্বাস করেন ড় শর্মা।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাই প্রত্যেক নাগরিককে নিজেদের স্বচ্ছতা সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। কোনও জায়গায় যদি একটি প্লাস্টিকের বোতল পড়ে থাকে, তার ফটো তুলে ফেসবুকে আপলোড করে কিংবা হুলস্থুল না করে সংশ্লিষ্ট দর্শক যদি নিজেই তা তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দেন তাতে সকলের জন্য ভালো, সাফাইকর্মীদেরও কষ্ট লাঘব হবে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযানে অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর (হি.স.) : 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযানে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকে গান্ধী জয়ন্তীর আগের দিন অর্থাৎ ১ অক্টোবর দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। সেই অভিযানেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকে আজ 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযানে সামিল হয়েছে দেশবাসীর বড় অংশ। বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও এই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়েও এই স্বচ্ছতার অভিযান হয়েছে। এদিন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ ক্যাম্পাসের গান্ধী ভবনে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' নিয়ে অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে এই অনুষ্ঠান। গান্ধী ভবনের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নিয়েছেন তিনি। সেই অভিযান সেরে চা খেয়ে তিনি ফিরে গিয়েছেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদস্থ কর্তা ছাড়াও অধ্যাপক, অশিক্ষক কর্মী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য বলরাম পানি ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্যাম্পাসের ডিরেক্টররা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের বিভিন্ন আধিকারিকরাও ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে।

রাজ্যের বঞ্চনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে দিল্লি গেলেন চাকরি প্রার্থীরাও

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি.স.) : এবার রাজ্যের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে দিল্লির বুকে প্রতিবাদ জানাতে চললেন চাকরি প্রার্থীরা। রবিবার দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন ২০০৯-এর দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রাথমিকে শিক্ষক পদে চাকরি প্রার্থীরা। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রের দ্বারস্থ হবেন প্রাথমিক নিয়োগ প্রার্থীরা।

একদিকে যখন কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ করতে দিল্লি যাচ্ছে তৃণমূল, ঠিক সেই সময় রাজ্যের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে সরব চাকরি প্রার্থীরা। রাজ্যের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে দিল্লির বুকে প্রতিবাদ জানাতে রবিবার দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন ২০০৯-এর দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রাথমিকে শিক্ষক পদে চাকরি প্রার্থীরা। এ দিন সকাল ৮টা ১৫ নাগাদ পূর্বা এক্সপ্রেসে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, সমস্ত বিষয়ে পাশ করার পরও তাঁদের নিয়োগ দিচ্ছে না রাজ্য সরকার। সেই কারণে আগামী ২ অক্টোবর তাঁরা দিল্লি যন্তর মন্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাবেন। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী দফতর এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দফতরেও চাকরির দাবিতে ডেপুটেশন জমা দেবেন তাঁরা।চাকরি প্রার্থীর অভিযোগ, বারংবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও দেখা করতে পারেননি। এমনকী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা হয়নি। তাই দিল্লিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্না মঞ্চেও যাবেন বলে জানিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা।

প্রসঙ্গত, দিল্লি অভিযানের ডাক দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২ অক্টোবর ও ৩ অক্টোবর দিল্লিতে মহা-কর্মসূচি। 'একশো দিনের কাজে' টাকার ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে এ রাজ্যের শাসকদল। যন্তর মন্তরের সামনে সভা করবেন তাঁরা। এ দিকে, তৃণমূলের এই কর্মসূচির মধ্যেই চাকরি প্রার্থীদেরও দিল্লিতে রওনা দেওয়ায় শুরু রাজনৈতিক চাপানতোর।

তবে এই প্রথম নয়, এর আগে এপ্রিল মাস নাগাদ দিল্লিতে গিয়েছিল সরকারি যৌথ মঞ্চ। রাজ্য সরকার ডিএ দিচ্ছে না। এই অভিযোগ তুলে দিল্লি গিয়েছিল সরকারি কর্মচারিদের সংগঠন। তাদের পর এবার রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন চাকরি প্রার্থীরা।

অস্ত্র বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার আইএসএফ নেতা

ভাঙড়, ১ অক্টোবর (হি.স.) : অস্ত্র বিক্রির অভিযোগে ভাঙড় থেকে গ্রেফতার আইএসএফ নেতা। তাকে গ্রেফতার করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র। অভিযুক্তের নাম খোরশেদ মোল্লা। ধৃতকে রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

সম্প্রতি, হাড়োয়ার শালিপুর এলাকায় এক আইএসএফ কর্মী অস্ত্র বিক্রি করতে গিয়ে হাতেনাত ধরা পড়ে যায় গ্রামবাসীদের কাছে। এরপর রাজ্জাক মোল্লা নামে ওই আইএসএফ কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে একটি ওয়ান শার্টার উদ্ধার হয়। তাকে হেফাজতে নিয়ে পুলিশ জানতে পারে রজ্জাক অস্ত্র কিনেছিল খোরশেদের কাছ থেকে। হাড়োয়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক তাপস ঘোষ পুরো ঘটনা ভাঙড় থানার পুলিশ আধিকারিকদের জানান। তারপর শনিবার রাত্রিবেলা হাড়োয়া ও ভাঙড় থানার যৌথ উদ্যোগে খোরশেদ মোল্লাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, এর আগেও অস্ত্র বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। জেলবন্দিও ছিলেন তিনি। বেশ কয়েকদিন আগে ছাড়া পান। এরপর ফের অস্ত্র বিক্রি করে আবারও পুলিশের হাতে গ্রেফতার। ধৃতকে রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

এশিয়ান গেমস : ৫০ মিটার ট্র্যাপের টিম ইভেন্টে রুপো পেলেন ভারতের মেয়েরা

হানঝাউ, ১ অক্টোবর(হি.স.): এশিয়ান গেমসে আজ সকালে শুটিং—এ ৫০ মিটার ট্র্যাপের টিম ইভেন্ট থেকে রুপো পেলেন ভারতের মেয়েরা। ৩৩৭ পয়েন্ট স্কোর করে রুপো পেয়েছেন রাজেশ্বরী কুমারী, মনীষা খের, প্রীতি রজকরা। শুটিং রেঞ্জে মেয়েদের ৫০ মিটার ট্র্যাপ ইভেন্টে দাপট দেখাচ্ছিলেন ভারতের এই মেয়েরাই। তবে শেষ পর্যন্ত চিনা শুটারদের সঙ্গে পেরে ওঠেননি তাঁরা। বিশ্বরেকর্ড ভেঙে ৩৫৬ পয়েন্ট স্কোর করে সোনা জিতে নিল চিন। আর কাজাখস্তান ৩৩৫ পয়েন্ট স্কোর করে ব্রোঞ্জ পেয়েছে। এবার এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ৫০ মিটার ট্র্যাপ ইভেন্টের ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনালে আজ দেখা যাবে মনীষাকে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরকাঠামোকে শক্তিশালী করা হচ্ছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরকাঠামোকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। রাজ্যের জেলা হাসপাতালগুলিতে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। আজ আগরতলার আইএমএ হাউসে সোসাইটি অব প্যাথলজিস্টস, মাইক্রোবায়োলজিস্টস ও বায়োকেমিস্টস অব ত্রিপুরার ১২তম দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

তাঁর মতে, রোগীদের চিকিৎসায় সঠিক রোগ নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। রাজ্যে রোগ নির্ণয় পদ্ধতি ও রোগ নির্ণয়ের যন্ত্রপাতিগুলি এখন অনেক উন্নতমানের। তাঁর দাবি, রাজ্যের ছেলেমেয়েরা দক্ষতা এবং ক্ষমতার দিক থেকে কোনও অংশে কম নয়। দেশের বহু বড় হাসপাতালগুলিতে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা কৃতিত্বের সাথে কাজ করছে। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে যাঁরা আসেন তাঁদের অধিকাংশই ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। সঠিকভাবে ক্যান্সার রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হলে ওই মারণব্যাধিরও নিরাময় সম্ভব। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোর বিষয়টি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। সে সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর উপর সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্য বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা চালু করার জন্য অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। ধলাই জেলা হাসপাতালে কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। ১০০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, বর্তমানে রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনেক উন্নত। স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সুপ্রিয় মল্লিক, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, সোসাইটি অফ প্যাথলজিস্টস, মাইক্রোবায়োলজিস্টস এবং বায়োকেমিস্টস অফ ত্রিপুরার সভাপতি ডা. দেবাশিস রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের অর্গেনাইজিং চেয়ারপার্সন ডা. কুলশেখর ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বরিষ্ঠ চিকিৎসকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

● আটের পাতার পর

ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকীভবনে এক বিশেষ ধর্ম সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেদিন সন্ধ্যা ছয়টায় কদমতলা কমিউনিটি হলে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হবে।

পরদিন অর্থাৎ ৮ অক্টোবর সকাল আটটায় কদমতলাতে রাত্রিযাপনের পর ৯:০০ টায় কালা ছড়াতে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছে। কালাছড়া থেকে সকাল সাড়ে দশটায় কৃষ্ণপুর এবং ১১:৩০ টায় পানিসাগরে পরপর দুটি ধর্মসভা করে দুপুর ২ টায় কাঞ্চনপুর ধর্মসভা হবে। সেখান থেকে বিকাল ০৪:০০ টায় মাছমারাতে ধর্মসভার মাধ্যমে উত্তর জেলা থেকে পুনরায় ঊনকোটি জেলার হাতে এই ধর্মরথকে তুলে দেওয়া হবে। ১৪ অক্টোবর সারা রাজ্যে পরিক্রমার পর আগরতলাতে হবে রাজ্য সমারোহ। এই সমারোহে বিনায়ক রাউথ দেশপান্ডে উপস্থিত থাকবেন বলে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মনসা মঙ্গল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ অক্টোবর: বেশ আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে শনিবার মনসা মঙ্গল প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ। বেলা ১১টা নাগাদ চিত্রাংগদা কলা কেন্দ্র তথা তেলিয়ামুড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই প্রতিযোগিতা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রুপক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মনোরঞ্জন গোপ, পনেরটি ওয়ার্ড এর কাউন্সিলর সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই প্রতিযোগিতায় পুর পরিষদের ১৫ টি ওয়ার্ড থেকে মোট উনিশ টি দল অংশ গ্রহন করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় ১২ নম্বর ওয়ার্ড এর পারমিতা রায় ও তার দল। দ্বিতীয় হয় ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সবিতা দাস ও তার দল, তৃতীয় স্থান অধিকার করে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সুস্মিতা বিশ্বাস ও তার দল।

অতিথিরা প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকারী দলকে পুরস্কার তুলে দেন। সেইসাথে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের হাতেও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স

● আটের পাতার পর

সংস্থা যারা শুধুমাত্র চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেদের ব্যবসা নিয়েই থেমে থাকে না; সমাজের প্রতি তার যে দায়বদ্ধতা আছে সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করে। একই সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে সংস্থা সোনা ও হিরের গহনার নতুনত্ব নকশা, কারুকাজ, নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা উপস্থাপন করেছে ও গ্রাহকদের মন জয় করে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে- তারই স্বীকৃতি স্বরূপ এই পুরস্কার অর্জন করেছে।

অল ইন্ডিয়া জেম অ্যান্ড জুয়েলারি ডোমেস্টিক কাউন্সিল (ওজ্বাঙ্খ) দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই পুরস্কারটি প্রদান করা হয় জ্জ পুরস্কার বাছাই কমিটিতে ছিলেন বিশেষজ্ঞ গয়না প্রস্তুতকারক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর কর্ণধার রূপক সাহা এবং অর্পিতা সাহা পুরস্কার গ্রহণের জন্য মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জ্জ গৌরভ এস ঈস্বার, শীর্ষকর্তা, জ্জষ্ট, সৈয়ম মেহরা, চেয়ারম্যান, ওজ্বাঙ্খ এবং বিখ্যাত অভিনেত্রী আমিরা দাস্তুর তাদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।

"শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - এর ট্যাগলাইন হল " এক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, সর্বদা শ্রেষ্ঠত্বের খোজে" এবং যারা স্পষ্টতই এই ব্র্যান্ড স্টেটমেন্টের সমস্ত প্রতিশ্রুতি এবং দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকারে পালন করছে। এমনটাই বলেন জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সাইয়াম মেহরা জ্জ একইসঙ্গে তিনি আরো বলেন, "এভাবেই এগিয়ে চলার পথে এই সংস্থা আরো কৃতিত্ব ও সুনাম অর্জন করুক এই আশাই করি।"

যে সমস্ত অতিথিদের উপস্থিতিতে এদিনের অনুষ্ঠান ঝলমলিয়ে ওঠে তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী সোহা আলি খান। তিনি বলেন, """শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হওয়ার কথা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল।"

"আমাদের সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা গৌরচন্দ্র সাহার সময় থেকেই শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এক ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠান। তিনি চলে গেলেও সংস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষতা বজায় রাখাই আমাদের একমাত্র প্রতিশ্রুতি। যাতে ত্রিপুরার এই পুরনো ঐতিহ্যশালী গয়না প্রস্তুতকারী সংস্থাটির সুনাম আজও বজায় থাকে।" এমনটাই বলেন অর্পিতা সাহা। তিনি আরো বলেন, " এটা ভেবেই আমরা খুশি হই যে আমরা এই প্রতিশ্রুতি রাখতে পেরেছি। আর যার জন্যই আজ আমরা দেশের অন্যতম গয়না প্রস্তুতকারী সংস্থা হিসেবে মানুষের মন জিতে নিতে পেরেছি।"

"আমরা এই পুরস্কারটি আমাদের নিজেদের রাজ্য ত্রিপুরার মানুষকে উৎসর্গ করতে চাই। কারণ তাঁদের ভালোবাসা ও নিরন্তর বিশ্বাসের জন্যই আজ আমরা এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি। শুধু তাই নয়, সব সময় প্রিয় ত্রিপুরার সবাই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টার পাশে থাকেন এবং আমাদের শক্তি বাড়াতে উৎসাহিত করেন ", বলেন রূপক সাহা, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - এর আরেক ডিরেক্টর।

পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

● আটের পাতার পর

জনৈক ব্যক্তির নিকট মোটা অংকের পাওনা টাকা নিয়ে আসার জন্য বলা হয়েছিল। রিপন এবং শাহ পরান মনসু-কে জনৈক বিহারের বাসিন্দার সঙ্গে যোগাযোগের ফোন নম্বর দিয়ে দিয়েছেন। ফোনে যোগাযোগ করে তাঁকে বিহারে যেতে বলেছে।

অভিযোগ, সেখানে দালাল চক্র মনসু-কে আটক করে গোপন আস্তানা নিয়ে গেছে। তারপর মোটা অংকের টাকা দাবি করেছে তারা। তাকে বাড়িতে মার কাছে ফোন করাতে বাধ্য করা হয় বলে দাবী পরিবারের। হাত-পা বেধে মারধর করা হয়েছে তাঁকে। তিন চার দিন বেঁধে রাখে টাকার জন্য। প্রাণে মারার হুমকি পর্যন্ত দেন। এমনকি ফোনে তার মাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে দেড় লক্ষ টাকা দাবি করে অপহরণকারীরা।

মা সন্তানের কান্নাকাটি দেখে বাড়ির জায়গা বিক্রি করে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে মনসুকে বিহার থেকে ছাড়িয়ে আনেন। মনসুর মা নেহেড়া খাতুন পুরো ঘটনাটি জেনে রিপন হোসেন এবং শাহ পরানে বিরুদ্ধে উপযুক্ত সালিশি সভার দাবি করেন। সালিশি সভায় এক লক্ষ ২০ টাকা ফেরত দেবার জন্য বলেন। তবে এখনো সেই টাকা ফিরে পাননি তারা। তারপরেই কলমচৌড়া থানায় মামলা দায়ের করেন গাঁজা ব্যবসায়ী রিপন এবং শাহ পরানের বিরুদ্ধে মনসুর ও তার পরিবার। সুষ্ঠু বিচার পাবার আশায় ১৫-১৬ দিন পূর্বে কলমচৌড়া থানায় মামলার দায়ের করেন। তবে অভিযোগ, অভিযুক্তরা এখনো খোলা আকাশের নিচে ঘোরা ফেরা করছে। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক দাবী মনসুরের পরিবারের।

উদ্যোগ নেই প্রশাসনের

● আটের পাতার পর

যাতায়াতকারী নিত্য যাত্রী থেকে শুরু করে পথচারীদের। হেলদোল নেই প্রশাসনের। এই নয় কিলোমিটার রাস্তা খানাখন্দে পরিনত হয়েছে। এই সড়কে মূলত ছোট গাড়ি চলাচল করে। একসময় প্রায় দশটি বাস গাড়ি চলাচল করতো, ছিল অসংখ্য কমান্ডার জিপ। আজ বাস গাড়িগুলো উধাও। অটো রিক্সাই এরমাত্র ভরসা। রীতিমতো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে স্কুল ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে নিত্য যাত্রীদের। জল কাঁদায় একাকার গোটা রাস্তা। বিশালগড় মহকুমার সঙ্গে জম্পুইজলা মহকুমার যোগাযোগের অন্যতম প্রধান সড়ক এটি। গোলাঘাটি থেকে জম্পুইজলা পর্যন্ত রাস্তা নতুন করে তৈরি হয়েছে। কিন্তু গোলাঘাটি থেকে বিশালগড় পর্যন্ত রাস্তার কোন কাজ হয়নি দীর্ঘদিন ধরে। শুধু জোড়াতালি দিয়ে মাঝেমধ্যে খানাখন্দ ভরাট করা হচ্ছে। এতে স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। মানুষের দুর্ভোগ লাঘব হচ্ছে না। গোলাঘাটিতে শাসক দলের বিধায়ক নেই। বিরোধী তিপ্রা মথার বিধায়ক কুম্ভ নিদ্রায়। এছাড়া শাসক দলের নেতাকর্মীরা এ বিষয়ে কোন সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছে না। এতে জনমনে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। এই সড়কের চন্দ্রনগর, বাইদ্যাদিঘী, কসবা, সিপাহীজলা প্রভৃতি এলাকায় বিপদজনক খানাখন্দ রয়েছে। চলতি বর্ষায় জল কাঁদায় অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করছে সাধারণ মানুষ।

সিপাহীজলা জেলার অধিকাংশ গ্রামীণ রাস্তার অবস্থা বেহাল। এছাড়া কমলাসাগর বিধানসভার মধুপুর থেকে কোনাবনের রাস্তা আরো বেহাল। দুভোগের অন্ত নেই নিত্য যাত্রীদের। অফিস যাত্রীরা রোজ দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। দুর্গা পূজা আসন্ন। উৎসবের মরশুমে নাগরিকদের নরক যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক প্রশাসন।আসন্ন দুর্গোৎসব সাধারণ মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে উপভোগ করতে পারে।যাতে কাউকে রাস্তার বেহাল দশার কারনে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে না হয়।তাই জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কাছে সাধারণ মানুষের দাবী গ্রামীণ রাস্তাগুলো দ্রুত সংস্কার করে তাদের নিত্যদিনের দুর্দশা লাঘব করা হউক।

বিশ্ব রক্তদান দিবস

● আটের পাতার পর

প্রাপ্তি বলে অতিথিরা জানান। এভাবে যদি সাধারন মানুষরা রক্তদানে এগিয়ে আসে তাহলে আর এখানে রক্তের কারণে কোন রোগীকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে না। এই অনুষ্ঠানে অতিথিরা রক্তদানের পাশাপাশি যেসব বেসরকারি সংস্থাগুলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় তাদের প্রতি নেশা মুক্ত সমাজ গড়ার আহ্বান জানান। কারণ যেভাবে নেশা যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে পাশাপাশি উত্তর জেলায় সিরিঞ্জ নেশার কারণে এইচআইভি এর প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সচেতনতাই হচ্ছে একমাত্র উপায়। সঠিক সচেতনতা একটি সুস্থ সমাজ করে দিতে পারে।

সিলিন্ডারের দাম

● প্রথম পাতার পর

সিলিন্ডারের বর্ধিত দাম ।এই দাম বৃদ্ধির পরে দিল্লিতে ১৯ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম হয়েছে ১৭৩১.৫০ টাকা। কলকাতায় বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ২০৩.৫০ টাকা বেড়েছে। এখানে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার ১,৬৩৬ টাকার পরিবর্তে ১,৮৩৯.৫০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। মুম্বইয়ে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ২০৪ টাকা বেড়ে হয়েছে ১,৬৮৪ টাকা। চেন্নাইয়ে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ২০৩ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮৯৮ টাকা।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে গার্হস্থ্য এবং বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমিয়েছিল তেল কোম্পানিগুলি। গত মাসে ১৯ কেজি সিলিন্ডারের দাম কমিয়ে ১৫৮ টাকা করা হয়েছিল। তবে এবারে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধিতে প্রভাব হতে পারে হোটেল-রেস্তোরাঁয়। সেখানে খাওয়া-দাওয়া আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে।

আশীষ কুমার সাহা

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থা না করে শহরে এই ধরনের উচ্ছেদ চালিয়েছে নিগম কর্তৃপক্ষ। আসন্ন শারদ উৎসবে এই গরিব অংশের মানুষ যোগ দান করবেন। কিন্তু তার আগেই তাদের নিঃস্ব করে দিয়েছে নিগম কর্তৃপক্ষ। কিন্তু দেশের কোন মেট্রোপলিটন সিটি নেই যেখানে কোন ভেন্ডার নেই। সুতরাং শহর পরিষ্কারের নাম করে নিগম কর্তৃপক্ষের এই ধরনের অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করা সঠিক হয়নি। তাই নিগম কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের দাবি অবিলম্বে এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার। অন্যথায় আগামী দিনে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত করার হুশিয়ারী দেন পিসিসি সভাপতি আশিস সাহা। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তীর সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

সত্তরে পা দিল জাগরণ

● প্রথম পাতার পর

জাগরণ মানুষের বিশ্বাসকে মজবুত করেছিল। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্কার উড়িয়ে দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে পাল্লা দিয়ে লড়ছে মুক্তিযোদ্ধারা। এই খবর গুলো কেউ কেউ পত্রিকা পড়েই সবিস্তারে বর্ণনা করতেন। প্রচারমাধ্যম যুদ্ধের একটি বিশেষ হাতিয়ার। সেই সময় বর্তমানের মত তথ্যপ্রযুক্তি ইন্টারনেট কেন্দ্রিক নয়, টেলিগ্রাফ এবং বেতার নির্ভর হয়েও একটি দেশের স্বাধীনতার সপক্ষে হাতিয়ার ছিল। সংবাদপত্রের মাধ্যমে একদিকে যেমন অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়, অন্যদিকে সাধারণের মনোবল বাড়ানোর হাতিয়ার করা যায়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তি সংগ্রামের ছবি ক্যামেরায় তুলে ধরতে গেছেন আলোকচিত্রশিল্পীরা। মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরার অবস্থান সামরিক দিক থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে হিসেবেও গুরুত্ব ততটাই ছিল। সেই সময়কার সংবাদ পত্রের প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন কাগজের সাংবাদিক এবং আলোকচিত্রীদের কর্মস্থল হয়ে উঠেছিল ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চল।জাগরণ পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধের খবর সহ সংবাদ নিবন্ধ, মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ নিয়মিত প্রকাশিত হতো। বিভিন্ন রাজ্য থেকে সাংবাদিক এবং পূর্ব বাংলা থেকে আসা রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষাব্রতী, কবি লেখক শিল্পীদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে নিয়মিত লেখা জাগরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খবরও গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হতো। যুদ্ধের খবর কেবল নয়, নানা দুর্দশা, আক্রমণ, সীমান্তে গোলা বর্ষণ ত্রিপুরাতে জনঢল সমস্ত খবরই জনসাধারণের মধ্যে আশঙ্কার পাশাপাশি দেশের মুক্তির বার্তা বহন করেছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ভারত সরকারের ভূমিকা ও মিডিয়ার প্রচার বিশ্ববাসীকে সজাগ করে তুলেছিল।

১৯৭১ এর ২৫ শে মার্চ স্বাধীনতাকামী মানুষের উপর যেভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং ঢাকার সঙ্গে বহির্বিশ্বের সমস্ত প্রচারমাধ্যমের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তাতে সর্বভারতীয় দৈনিক পত্রিকা সংবাদ সংস্থা এবং খবরের বিভিন্ন সংস্থা গুলি ত্রিপুরার দৈনিক সংবাদপত্র জাগরণের ওপর অনেকাংশে নির্ভর শীল হয়ে পড়ে।

১৯৭১ সালে আগরতলায় জাগরণ পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তা বর্তমান প্রজন্মের জানা প্রয়োজন। আরো বেশি জানা প্রয়োজন এ প্রজন্মের প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের। কতটা সাহস এবং জনগনের কাছে দায়বদ্ধ থাকলে ছোট্ট রাজ্যের ছোট পত্রিকাটি বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন লক্ষাধিক মানুষের দুর্দশার কথা, সংগ্রামের কথা, পাকবাহিনীর অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথা। একাত্তরে রাজ্যের সংবাদপত্র ও সাধারণ মানুষের ছিল অনন্য ভূমিকা। তাদের সাহসী ভূমিকা রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়েছিল সাহস, শরণার্থীদের দিয়েছিল আশ্রয় ও সেবা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বাধ্য হয়েছিল বাংলাদেশকে সর্বাত্নক সহায়তা দিতে। অন্যদিকে, বহিবিশ্বে গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশের সমর্থনে এক ব্যাপক আন্তর্জাতিক জনমতের। কাঠের টাইপে শিরোনাম, সীসার হরফে ছাপা অস্পষ্ট সাধারণ দেশী কালির ছাপসমেত ট্যাবলয়েড সাইজের ৪ পৃষ্ঠা, কখনও ২ পৃষ্ঠার পত্রিকাগুলো যেন একেকটি বারুদের স্তুপ তৈরী করেছিল সেই সময়ে। ভ্রাতৃপ্রতিম জন-মানুষের সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আতিথেয়তা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম সম্বল। সব মিলিয়ে ত্রিপুরা জড়িয়ে পড়েছিল এক অন্যরকম জনযুদ্ধে। ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র জাগরণ সেক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে গেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সংবাদপত্রের সমৃদ্ধ ইতিহাস আজ হারিয়ে যাচ্ছে। সেই ইতিহাস বাঁচিয়ে রাখা খুবই প্রয়োজন। নবীন প্রজন্মের সেই ইতিহাস জানা খুবই জরুরি। অতীত দিনের স্মৃতিতে ত্রিপুরায় বহু প্রতিথযশা সাংবাদিক নিজেদের কাজের মাধ্যমে স্বর্ণালী ছাপ রেখে গেছেন। না খেয়ে খালি পেটে সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন। তাঁরা নমস্য ব্যক্তি। তাঁদের লেখার মুন্সিয়ানা আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ত্রিপুরার সংবাদপত্রের ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নতুন প্রজন্মের সেই ইতিহাস সম্পূর্ণ অজানা।

তাঁদের সে সম্পর্কে জানাতে হবে। তাতে, সরকারের সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। সাংবাদিকতায় এবং সংবাদ মাধ্যম পরিচালনায় ত্যাগ ও আদর্শে অবিচল থাকতে হবে। কঠিন তপস্যা এবং ত্যাগের বিনিময়ে সাংবাদিকতা সম্ভব ।আদর্শ ছাড়া সাংবাদিকতা কিংবা সংবাদ মাধ্যম পরিচালনা সম্ভব হবে না। অতীত দিনের স্মৃতি অনুসরণ করলে দেখা যায়, সংবাদমাধ্যম আক্রান্তের ঘটনা নতুন নয়। সরকারের শোষণের শিকার অতীতেও হয়েছে সংবাদমাধ্যম। মনে রাখতে হবে ত্যাগ ও স্বার্থ একসাথে সম্ভব নয়।

রক্তাক্ত ছোট ভাই

● প্রথম পাতার পর

গৌতম বর্তমানে উত্তর জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে এবং তার চিকিৎসা চলছে।

প্রেরণা পেয়েছেন : মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বলতেন, তিনি ত্রিপুরা থেকেই সব শিখেছেন। তাঁর সৃষ্টিতে ত্রিপুরার মাটির সুর জড়িয়ে আছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, শচীন দেববর্মণের সৃষ্টি অদ্বিতীয় ও ভিন্ন ধরণের। তিনি কলকাতা থেকে মুম্বাই গিয়ে বাংলা, হিন্দি ও লোকসংগীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভারত সরকার কুমিল্লাস্থিত তাঁর পৈতৃক বাড়িটিকে একটি মিউজিয়াম গড়ার প্রচেষ্টা নিয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ কুমার শচীন দেববর্মণের মূর্তিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটি ফর ম্যানেজমেন্ট অব কালচারাল কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান নবেন্দু ভট্টাচার্য। শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছে।

শ্রমদানের ধুম

● প্রথম পাতার পর

মেয়র মণিকা দাস দত্ত, পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলারগণ, মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এবং বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ সেখানে সাফাই অভিযানে অংশ নেন।

সাফাই অভিযানে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন। সেই অভিযান কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ও জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্ম দিবসকে সম্মান জানাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ এক ঘন্টা শ্রমদান করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে আজ সারা দেশে সাফাই অভিযান কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, রাজ্যকে স্বচ্ছ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশ নিয়েছেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য। তিনি রবিবার মঠ চৌমুহনী বাজারে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশ নিয়েছেন।

প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্ম জয়ন্তী। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি প্রকৃত সম্মান জানাতে মন কি বাত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার এক ঘন্টার জন্য শ্রমদান করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রী আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি প্রকৃত সম্মান জানিয়ে এ দিন বাজারে এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। এইদিন স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে সমাজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বার্তা দেওয়া হয় বলে জানান প্রদেশ বিজেপি সভাপতি।

এদিকে স্বচ্ছতাই সেবা কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেডের উদ্যোগে রবিবার আগরতলার ৭৯ টিলা এলাকায় স্বচ্ছতা অভিযান সংগঠিত করা হয়। এই স্বচ্ছতা অভিযানের সুচনা করেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। সাথে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেডের আধিকারিক সহ কর্মীরা। স্বচ্ছতা অভিযানে পাশাপাশি এইদিন ডাস্টবিন প্রদান করা হয়। ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেডের কর্মীদের সাথে এইদিন ঝাড়ু হাতে সাফাই অভিযানে সামিল হন মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া। স্বচ্ছতা অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া বলেন ২ অক্টোবর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন। মহাত্মা গান্ধির জন্মদিনকে সামনে রেখে এইদিন স্বচ্ছ অভিযান সংগঠিত করা হয়েছে। আগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি দেখা যেত না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বর্তমানে দেশ জুরে স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংগঠিত করা হয়।

বিলোনিয়া সংযোজনঃ- রাজ্যের অন্যান্য জায়গার ন্যায় জঞ্জাল মুক্ত ত্রিপুরা, রোগ মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ডাক দিয়ে স্বচ্ছতা অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার। ' স্বচ্ছতা হি সেবা ' এই মূল মন্ত্র নিয়ে বিলোনিয়া মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন দপ্তরের অফিস, আদালত, স্কুল কলেজ , থেকে শুরু করে মন্দির, মসজিদ প্রাঙ্গনে চলে স্বচ্ছতার অভিযান। এছাড়াও হাট বাজারে যেমন অভিযান চলে তেমনি নিজ নিজ এলাকাকে স্বচ্ছতা রাখতে ঝাড়ু, দা, কোদাল নিয়ে স্বচ্ছতা অভিযানে নেমে পড়তে দেখা গেল এলাকাবাসীদের। রবিবার সকাল আটটা থেকে শুরু হয় স্বচ্ছতার এই অভিযান ,তা চলে বেলা বারোটা পর্যন্ত। বিলোনিয়া মহকুমাধীন রাজনগর ব্লকেও চলে স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযান। এই দিন বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদারকে ঝাড়ু হাতে দেখা গেল রাধানগর বাজার এলাকায় স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নেওয়া অন্যান্য মহিলাদের সাথে ঝাড়ু দিয়ে রাধানগর বাজারের জঞ্জাল সাফাই করতে। সাথে ছিলেন রাজনগর মন্ডলের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী সহ বাজারের ব্যাবসায়ীগন। রাধানগর বাজার ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে এই স্বচ্ছতা অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। অপরদিকে বিলোনিয়া সরকারী ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেনি বিদ্যালয়েও চলে স্বচ্ছতা অভিযান। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস সহ পুর পরিষদের কাউন্সিলর।

চড়িলাম সংযোজনঃ-অন্যান্য জেলার ন্যায় এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে স্বচ্ছতার জন্য শ্রমদান করেন দপ্তরের আধিকারিক এবং কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দাস।এদিকে বিশালগড় মহকুমায় ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা সহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, বন দপ্তর, সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা এক ঘন্টা শ্রমদান করেন স্বচ্ছতার জন্য। বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ডে স্বচ্ছতা অভিযানে শ্রমদানে অংশ নেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। কয়েকশো কার্যকর্তা গোটা মোটর স্ট্যান্ড চত্বরে স্বচ্ছতা অভিযান সংগঠিত করেন। এছাড়া বিশালগড় পৌর পরিষদের উদ্যোগে বিশালগড়ে স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নেন স্থানীয় নাগরিকরা। বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ব্লক চত্বরে স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন ছন্দা দেববর্মা। বিশালগড় বিধানসভার প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় স্বচ্ছতার জন্য শ্রমদান করেন সাধারণ মানুষ। তাছাড়া কমলাসাগর, চড়িলাম, গোলাঘাটি বিধানসভার প্রতিটি পঞ্চায়েতে স্বচ্ছতা অভিযান সংগঠিত হয়। অন্যদিকে রবিবার সকালে বিএসএফ ৬৯ ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে গকুলনগর সিটিআই পার্কে সাফাই অভিযান সংগঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্যাটালিয়নের কমান্ডডেন্ট আনন্দ কুমার শর্মা, ডেপুটি কমান্ডডেন্ট ব্রীজেশ যাদব, রনবীর সিং, অনিল কুমার, সরোজ কুমার উপাধ্যায় প্রমুখ। এই পার্ক সাফাই করে দেওয়ায় পূর্ব গকুলনগর পঞ্চায়েত প্রধান পাপিয়া দাস বিশ্বাস বিএসএফ জওয়ানদের ধন্যবাদ জানান।

কল্যানপুর সংযোজনঃ- দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সারা দেশব্যাপী 'স্বচ্ছতা হি সেবা' হিসেবে ১ ঘন্টা শ্রমদান কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে আজ কল্যাণপুরত্তমণ্ডল আয়োজিত স্বচ্ছ ভারত অভিযানে কার্যকর্তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন খোয়াই জেলা বিজেপি সভাপতি তথা বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। সাথে ছিলেন মন্ডল সভাপতি জীবন দেবনাথ সহ অন্য নেতারা। পাশাপাশি স্বচ্ছ ভারতের অঙ্গ হিসেবে কল্যাণপুরত্তআর.ডি ব্লকে বৃক্ষরোপণ করেন বিধায়ক সহ অন্য রা। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী সকলের প্রতি আহ্বান রাখেন প্রত্যেকে যাতে প্রতিদিন এই স্বচ্ছ ভারতের মাধ্যমে নিজের বাড়ি-ঘর, পরিবেশ, গ্রাম সব জায়গাকে স্বচ্ছ রাখেন।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে গোটা দেশব্যাপী রবিবার স্বচ্ছতা অভিযানে নাগরিকরা অংশ গ্রহণ করেছেন। একপ্রকার বলা চলে গোটা দেশ ব্যাপী উৎসবের মেজাজেই পালিত হয়েছে স্বচ্ছতা অভিযান।

ক্রীড়াঙ্গন

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী টেনিস কাপ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী টেনিস কাপ ২০২৩ শেখ জামাল জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্স, ঢাকায় সবচেয়ে আদর্শ ফলাফলের সাক্ষী হয়েছে কারণ দলগত প্রতিযোগিতাটি ৪-৪ ড্রতে শেষ হয়েছে। ভারত বাংলাদেশ স্পোর্টস ফ্রেন্ডশিপ ফোরাম (আইবিএসএফএফ) -এর উদ্যোগ এবং বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের আয়োজনে মর্যাদাপূর্ণ টেনিস ইভেন্টটি দুই দিনব্যাপী সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বেশ কটি উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচও দর্শকরা উপভোগ করতে পেরেছেন। অন্তিম দিনে আজ রবিবার ছেলেদের সিঙ্গেলসে ভারতের শুভ্রনীল বর্মন বাংলাদেশের মেহেদি হাসান আলভেকে ৬-৪, ৬-১ সেটে পরাজিত করেছে। গার্লস সিঙ্গেলসে বাংলাদেশের হালিমা জাহান ভারতের তানিশা রায় কে ৭-৫, ৪-৬, ১০-৭ সেটে পরাজিত করেছে।

ছেলেদের বিভাগে ডাবলসে বাংলাদেশের মোঃ সায়েম ও জয় বড়ুয়া ভারতের জুটি সুভ্রনীল বর্মন ও অন্তরীক্ষ তামুলীকে ৪-৬, ৬-৪, ১০-৮ সেটে পরাজিত করেছে। মেয়েদের ডাবলসে বাংলাদেশের হালিমা জাহান ও জান্নাতুন মিতু ভারতের তানিশা রায় ও আনিশা পান্ডে ৬-৩, ৬-৩ সেটে পরাজিত করেছে। সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আজ, রবিবার বিকেলে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার সদস্য তথা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, ইন্দো বাংলা স্পোর্টস ফ্রেন্ডশিপ ফোরামের সভাপতি এ এস এম হায়দার এবং সচিব সুজিত রায়, ত্রিপুরা ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় দলকে পরে ভারতীয় হাই কমিশন আধিকারিক প্রণয় ভার্মা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

বি.সি রায় ট্রফি গ্রুপ-সি লিগ টেবিল

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
দিল্লি	৪	৪	০	০	২২-০	১২
রাজস্থান	৩	২	০	১	৯-৩	৬
ত্রিপুরা	৩	১	০	২	৭-৯	৩
বিহার	৩	১	০	২	২-৪	৩
পন্ডিচেরি	৩	০	০	৩	১-২৫	০

সাব্রুমে সুকান্ত স্মৃতি ফুটবলে রয়্যাল বয়েজ ক্লাব চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। চ্যাম্পিয়ন হলো রয়্যাল বয়েজ। পরাজিত করলো লুধুয়া মিলন চক্র দলকে। মহকুমা ফুটবল সংস্থা আয়োজিত সুকান্ত স্মৃতি প্রাইজমানি ফুটবল প্রতিযোগিতায়। সাব্রুম স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে রয়্যাল বয়েজ ২-০ গোলে পরাজিত করে লুধুয়া মিলন চক্রকে। কয়েকহাজার ফুটবলপ্রেমীদের উপস্থিতিতে দুদলের ফুটবলাররা শুরু থেকে আক্রমাত্তখ ফুটবল খেলতে থাকে। শক্তি এবং দক্ষতায় দুদল সমান থাকলেও গতিতে শুরু থেকে এগিয়ে যায় রয়্যাল বয়েজ দলের ফুটবলাররা। এখানেই পার্থক্য গড়ে যায় দুদলের মধ্যে। ম্যাচের প্রথমার্ধে পারভেজ ভুঁইয়ার গোলে এগিয়ে যায় রয়্যাল বয়েজ। দ্বিতীয়ার্ধে রয়্যাল বয়েজ দলের জয় নিশ্চিত করে দেন কে সি নাল সাঙ্গা। খেলা পরিচালনা করেন অভিজিৎ দাস। ফাইনাল শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৯ মনু বিধানসভার বিধায়ক মাইলফ্রু মগ, সমাজ সেবক তথা প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর রায়, যুব মৌর্চার জেলা সভাধিপতি বিপুল ভৌমিক, এস ডি পি ও দুলাল দত্ত এবং রাজ্য ফুটবল সংস্থার যুগ্ম সচিব তপন সাহা। আসরের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ দেওয়া হয় যথাক্রমে ৮০ এবং ৬০ হাজার টাকা। ফাইনাল ম্যাচের সেরা ফুটবলার বিজয়ী দলের কে সি নাল সাঙ্গা, সেরা গোলরক্ষক বিজীত দলের রূপন হুসেন এবং আসরের সেরা ফুটবলার বিজয়ী দলের অজিৎ জমাতিয়া নির্বাচিত হয়েছেন। আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মহকুমা ফুটবল সংস্থার সচিব পার্থ প্রতিম রায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা আজ, রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেলা বারোটায় আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় পৌরোহিত্য করেছেন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ। বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য সূচী অনুযায়ী ক্লাবের সম্পাদক অভিষেক দে ও কোষাধ্যক্ষ মেঘধন দেব যথাক্রমে বার্ষিক প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। ক্লাবের অধিকাংশ সদস্য আজকের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সহ-সভাপতি শান্তনু বণিক, যুগ্ম-সম্পাদক অনির্বাণ দেব, কার্যকরী সদস্য বিশ্বজিৎ দেবনাথ, প্রণব শীল, অভিষেক দেববর্মা; সাধারণ সদস্য কিরিটি দত্ত, প্রসেনজিৎ সাহা, বাপন দাস, বিষ্ণুপদ বনিক, মিলটন ধর প্রমূখ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকের শেষ পর্যায়ে আগামী এক বছর, ২০২৩-২৪ এর জন্য ক্লাবের সংবিধান ও কর্মপন্থা অনুযায়ী সদস্যদের প্রদত্ত প্রস্তাব অনুসারে সাংবাদিকদের বিনোদন কল্পে খেলাধুলা ছাড়াও সামাজিক কর্মকান্ড, রক্তদান শিবির ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার প্রয়াস থাকবে বলে জানানো হয়েছে। সর্বোপরি ক্লাবের সকল সদস্যদের এ বিষয়ে সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ক্লাবের বর্ষব্যাপী কর্মকান্ডে স্যন্দন পত্রিকা, ওএনজিসি সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট সেক্টর এবং ব্যক্তিবর্গ যেভাবে সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

দিল্লিতে বি. সি. রায় ট্রফি ফুটবলে গ্রুপ রানার্স-এর লক্ষ্যে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। ত্রিপুরা আগামীকাল রাজস্থানের বিরুদ্ধে খেলবে। খেলা নয়া দিল্লির রেলওয়ে স্টেডিয়ামে। বিকেল সাড়ে তিনটায়। ত্রিপুরা দলের সুপ্ত আকাঙ্খা রয়েছে গ্রুপ লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে জয়ের স্বাদ নিয়ে ঘরে ফেরা। মূল পর্ব অর্থাৎ সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্ন এবারও অধরা থেকে যাচ্ছে। কেননা ইতোমধ্যে গ্রুপ-সি থেকে আয়োজক দিল্লি গ্রুপ লীগের চার ম্যাচের সবকটিতে জয়ী হয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের খেতাব পেয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। জুনিয়র বালক জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ তথা বিধানচন্দ্র রায় ট্রফি ফুটবল আসরের সি গ্রুপের লিগ পর্যায়ের খেলা আগামীকাল শেষ হচ্ছে। নিজেদের চতুর্থ তথা অন্তিম ম্যাচে ত্রিপুরা দল আগামীকাল রাজস্থানের মুখোমুখি হবে। এতে রাজস্থানকে বড় ব্যবধানে হারাতে পারলে হয়তো ত্রিপুরা গ্রুপ রানার্স এর স্বীকৃতি পেয়ে ঘরে ফিরতে পারবে।

পাঁচ দলীয় গ্রুপ লীগের তালিকায় ত্রিপুরা এই মুহূর্তে তৃতীয় শীর্ষে রয়েছে। প্রথম খেলায় ত্রিপুরা বিহারের কাছে শূন্য-দুই গোলে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে দিল্লির কাছে শূন্য-ছয় গোলে হারলেও তৃতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা সাত-এক গোলের বিশাল ব্যবধানে পন্ডিচেরি কে হারিয়ে তালিকার তৃতীয় শীর্ষে উঠে এসেছে।

আগামী কাল ত্রিপুরা- রাজস্থান ম্যাচের পাশাপাশি অপর গ্রাউন্ডে বিহার খেলবে পন্ডিচেরির বিরুদ্ধে।

সুপার লীগে ফরোয়ার্ড-লালবাহাদুর উদ্বোধনী ম্যাচে জয়ে মরিয়া দু-দলই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। সুপার লিগের প্রথম ম্যাচ বলে কথা। জয় দিয়ে সূচনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সুপার ফোরের লড়াইয়ে তিন ম্যাচে জয়ী হলে চ্যাম্পিয়ন হাতের মুঠোয়। তবে প্রথম ম্যাচে সাফল্য নিঃসন্দেহে মনোবল বাড়িয়ে তোলে। ফরোয়ার্ড ক্লাব খেলবে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের বিরুদ্ধে। সুপার লিগের প্রথম ম্যাচ। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ডিভিশন লীগের সুপার ফোর এর উদ্বোধনী ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ফরোয়ার্ড ক্লাব ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের মধ্যে। বিকেল তিনটায় স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে। চলতি মরশুমে ফরওয়ার্ড, লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের এটি তৃতীয় সাক্ষাৎকার। রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল আসরে ১৬ আগস্ট প্রথম সাক্ষাতে ফরোয়ার্ড ক্লাব ন্যূনতম গোলে লাল বাহাদুর কে পরাজিত করেছিল। গত ২৮ সেপ্টেম্বর ফরওয়ার্ড ক্লাব চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ পর্যায়ের খেলায় ৪-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে লীগ শীর্ষ স্থানটি অটুট রেখেছিল। সুপার লিগের খেলা বলে মাঠ কিন্তু দর্শকাকীর্ণ থাকবে। আপামর দর্শকের প্রত্যাশা ভালো খেলা দেখার। সে অনুযায়ী দুই দল ওইদিন মাঠে কেমন খেলা প্রদর্শন করে সেটাই এখন দেখার বিষয়। ৩রা অক্টোবর সুপার লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ খেলবে রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে।

মিলন স্মৃতি মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ঘিরে ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে অল ত্রিপুরা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন মিলন দেবী স্মৃতি প্রাইজমানি মাস্টার্স ডাবল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রবীণতম ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ধ্রুব কিশোর দেববর্মা।

এছাড়া, উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট প্রবীণ ক্রীড়াবিদ এবং ক্রীড়া প্রশাসক কমল সাহা, ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সহ সভাপতি এবং রাজ্য ব্যাডমিন্টনের প্রাক্তন সভাপতি মানিক সাহা এবং রাজ্যের একসময়ের জনপ্রিয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় অরণ্য সিং প্রমূখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের সভাপতি ড: উৎপল চন্দ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২৫ টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। উদ্যোক্তা দের পক্ষ থেকে অতিথি বৃন্দকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সচিব রজত কান্তি সেন সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

এদিকে, প্রতিযোগিতায় ৩০ ও ততোর্ধ বিভাগে

অশ্বিনী কুমার এবং তার জুটি তাদের প্রতিপক্ষ দীপঙ্কর দেবনাথ এবং লালসাঙ্গাকে ২১-১১, ২১-২৩ ও ২১-১৬ পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছিলেন।

নবেন্দু দাস এবং মৈনাক গাঙ্গুলি জুটি কৃতম দেববর্মা এবং এস দেববর্মা জুটিকে ২১-৯ ও ২১-১২ পয়েন্টে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন।

৫৫ ও ততোর্ধ বিভাগে বাবুল সাহা এবং অঞ্জন রায় জুটি ফাইনালে পৌঁছেছেন। দেবাশিস দাস এবং দেবব্রত ভট্টাচার্য জুটিও ফাইনালে পৌঁছেছেন।

৪৫ ও ততোর্ধ বিভাগে সঞ্জীব সাহা ও সুমিত মজুমদার জুটি সেমিফাইনালে এবং সুশান্ত রায় ও প্রদীপ্ত রায় জুটি ফাইনালে পৌঁছেছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শোক বিভিন্ন মহলে

বরিষ্ঠ সাংবাদিক প্রশান্ত সেনগুপ্ত প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর। বরিষ্ঠ সাংবাদিক প্রশান্ত সেনগুপ্তের প্রয়ানে গভীরভাবে শোকাহত রাজ্যের গোটা সাংবাদিক জগৎ। শুক্রবার ভোর রাতে জিবি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী ও পুত্র। বহুদিন ধরে মোটর নিউরন ডিসঅর্ডার রোগে ভুগছিলেন তিনি। গত ১৭ ই সেপ্টেম্বর বাড়িতে বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান তিনি। টিএমসি হয়ে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়। জিবি হাসপাতালে আইসিইউতে তার চিকিৎসা চলছিল। ধীরে ধীরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে শুক্রবার রাত ২:৫ মিনিটে জিবি হাসপাতালের আই সি ইউতে মৃত্যু হয় তার। বরিষ্ঠ সাংবাদিক প্রশান্ত সেনগুপ্তের প্রয়াণে অপরিপূর্ণ ক্ষতি হয়েছে রাজ্যের সাংবাদিক জগতে।

তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেস ক্লাব, ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ও ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন। শনিবার সকালে তার মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় আগরতলা প্রেস ক্লাবে। সেখানে সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ডেইলি দেশের কথার অফিসে। সহকর্মীরা তাকে ফুল মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সেখানে। বটতলা মহাশ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

উল্লেখ্য রাজ্যের বহু প্রচারিত সংবাদপত্রে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। হাসিখুশি এবং সহজ সরল সুন্দর মনের মানুষ ছিলেন তিনি। সহজেই তিনি আপন করে নিতে পারতেন সহকর্মী থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে। বহু কবিতা ছড়া লিখেছেন তিনি। সাহিত্য সম্মেলন হলেই তাকে এক পায়ে হাজির হতে দেখা যেত। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে চোখে সানগ্লাস পড়ে লম্বা দেহের এই মানুষটিকে প্রতিটি অনুষ্ঠানে দেখা যেত। বহু সাংবাদিকদের পাঠ দিয়েছেন তিনি। তার লেখনি সংবাদপত্রে নতুন মাত্রা পেয়েছে। আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য ছাড়াও ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি ছিলেন প্রশান্ত সেনগুপ্ত। তার মৃত্যুতে ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন গভীর প্রকাশ করেছে পরিবারের প্রতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

বিলোনিয়ায় অনুষ্ঠিত শচীন দেববর্মণের জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১ অক্টোবর। সুরের বাঁধনে আপামর মানুষকে যাঁরা বেঁধেছেন এবং নিজের যুগের তুলনায় অনেকাংশে আধুনিক ছিলেন এমন ব্যক্তিত্বদের মধ্যে শচীন দেববর্মন ছিলেন অন্যতম। আজ তাঁর ১১৭ তম জন্মদিবস, তাই আজ বিলোনিয়া বিকেআই শতবর্ষ ভবনে অনুষ্ঠিত হয় শচীন কর্তার জন্মদিনের অনুষ্ঠানটি তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর ও পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে। এই দিনটি আজ বিলোনিয়া বিকেআই শতবর্ষ ভবনে বেলা একটায় পালিত হয় যথাযথ মর্যাদায়। ১লা অক্টোবর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লায় রাজপরিবারে জন্মগ্রহন করেন তিনি। বাংলা ও হিন্দী গানের কিংবদন্তী সঙ্গীত পরিচালক, সুরকার, গায়ক ও লোকসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে শচীন দেববর্মন পরিচিতি লাভ করেছেন। জীবনের প্রথম পর্বে রেডিওতে পল্লীগীতি গেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯২৩ সালে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে প্রথম তিনি গান গেয়েছেন। ১৯৩৪ সালে অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে গান গেয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বলিউডের সঙ্গীতমহলে শচীনকর্তা ঝড় তুলেছেন সঙ্গীতশিল্পী ও গীতিকার হিসেবে। অসংখ্য চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এস ডি বর্মন কণ্ঠ দিয়েছেন এমন বেশ কিছু গানের আবেদন কোনদিন ফুরোবে না যেমন - "কে যাস রে," "নিশীথে যাইও ফুলবনে," " বর্ণে গন্ধে ছন্দে" প্রমুখ।

পিতা নবদ্বীপ চন্দ্রের কাছে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা শুরু। শচীনকর্তার জীবন বিকশিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল কুমিল্লায় ইয়ং মেন্স ক্লাবের আড্ডায়। সেখানে আসতেন গায়ক, চলচ্চিত্র পরিচালক, কবি প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা। সেই আড্ডা থেকে ভেসে আসতো নজরুল ইসলাম ও শচীন কর্তার গান। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে বি এ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ করেন তিনি। কলকাতা থেকে ১৯৪৪ সালে মুম্বাইয়ে পাকাপাকিভাবে থাকেন।

গ্রামীণ রাস্তাগুলো সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেই প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ অক্টোবর। নির্বাচন আসলে সাধারণ মানুষের অন্যতম চাহিদা গুলোর মধ্যে একটি থাকে রাস্তাঘাটের সংস্কার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জন প্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন নির্বাচনে জয়ী হয়ে গ্রামের রাস্তাগুলো সংস্কার করে জনসাধারণের দুর্দশা লাঘব করবেন। কিন্তু নির্বাচন শেষ হলেই দেখা যায় অনীহা। প্রসঙ্গত, বিশালগড় থেকে গোলাঘাটি পর্যন্ত সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পরিনত। রীতিমতো নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে এই সড়কে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদযাপিত হল প্রবীণ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ অক্টোবর। ১ অক্টোবর ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে বিশ্ব প্রবীণ দিবস উদযাপিত হয়েছে। এই দিবসটি মূলত ধর্মনগর পুর পরিষদ এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, পানিসাগর বিধানসভার বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন প্রদ্যুৎ দে সরকার, ভাইস চেয়ারপার্সন মঞ্জু রানী নাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল কান্তি নাথ, ধর্মনগরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিকাশ বরণ ভট্টাচার্য এবং দপ্তরের পক্ষে ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ সোশ্যাল এডুকেশন প্রসেনজিৎ দেববর্মা।

এই অনুষ্ঠানে ৭০ বছরের ঊর্ধে তিনজন প্রবীণ নাগরিককে পাঁচ হাজার টাকা, ভগবত গীতা, আম গাছের চারা এবং উত্তরীয় দিয়ে সম্মান জানানো হয়। ৬০ বছরের ঊর্ধে একজনকে এই সংবর্ধনায় সংবর্ধিত করা হয়। তাছাড়া ধর্মনগরের যেসব প্রবীণ নাগরিককে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় তাদের প্রত্যেককে ভগবত গীতা আমের চারা এবং উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে অতিথিদের বক্তব্যে ফুটে উঠে প্রবীণ রা হচ্ছে সমাজ গঠনের কারিগর। কারণ বর্তমান যুবসমাজ যারা নেশার কবলে পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে তাদেরকে অন্ধকারময় সমাজ থেকে তুলে আনার দায়িত্ব প্রবীনদের গ্রহণ করতে হবে। কেমন করে বড়দেরকে সম্মান জানাতে হয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতির মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধি ঘটিয়ে বিশ্বের দরবারে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তার দায়িত্ব নিতে হবে প্রবীনদের।

রবিবার এক ঘন্টার শ্রমদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা ও মেয়র দীপক মদুমদার। ছবি-নিজস্ব।

মায়ের গমন ও শারদসম্মান- ২০২৩ নিয়ে প্রস্তুতি সভা

শারদোৎসব নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করাটাই সবথেকে আনন্দের বিষয় : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর। শারদোৎসবে আমরা সবাই অংশ নেই ও আনন্দ করি। শারদোৎসব নির্বিঘ্নে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করাটাই সবথেকে বেশী আনন্দের বিষয়। আজ বিকালে মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে মায়ের গমন ও শারদসম্মান-২০২৩ নিয়ে প্রস্তুতি সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। আজ প্রস্তুতি সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ২৬ অক্টোবর আগরতলায় মায়ের গমন বা কার্নিভ্যালের আয়োজন করা হবে। মূল অনুষ্ঠান হবে মেলারমাঠ সিটি সেন্টারের সম্মুখে।

প্রস্তুতি সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, সবার সহযোগিতায় গত বছর সাফল্যের সঙ্গে সারা রাজ্যে শারদোৎসব এবং আগরতলায় মায়ের গমন অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। আগরতলা পুরনিগম এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সাফল্যের সঙ্গে গতবছর দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন ও মায়ের গমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

প্রস্তুতি সভায় মুখ্যমন্ত্রী শারদোৎসবের আগেই আগরতলা শহরের সব রাস্তা সারাই করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

সভায় উপস্থিত বিভিন্ন ক্লাব ও সংস্থার প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনাদের সবাইকে নিয়েই এই সরকার। সবাই যেন শারদোৎসব ও মায়ের গমন আয়োজনের জন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নির্দেশিকা মেনে চলেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, সবার সহযোগিতায় গত বছর সাফল্যের সঙ্গে শারদোৎসব আয়োজন করা সম্ভব হয়েছিল। গত বছরের অভিজ্ঞতার নিরিখে এবছর বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে। তিনি জানান, গত বছরের মতো এবছরও শহরের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

প্রস্তুতি সভার শুরুতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী সভার উদ্দেশ্য তুলে ধরেন।

তিনি জানান, গতবছর মায়ের গমন অনুষ্ঠানে ৪৭টি ক্লাব ও পুজো সংস্থা অংশগ্রহণ করেছিল। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য মায়ের গমন এবং শারদ সম্মান বিষয়ে এবছরের প্রস্তুতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গত বছর শারদ সম্মান অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্লাব ও পুজো সংস্থাকে ২১টি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

প্রস্তুতি সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন ও আইজি আইন শৃঙ্খলা সৌমিত্র ধর।

উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ কুমার যাদব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে।

ধর্মনগরে পালিত হয়েছে বিশ্ব রক্তদান দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ অক্টোবর। ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনে ধর্মনগর ভলেন্টিয়ারি ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিশ্ব রক্তদান দিবস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার অর্থাৎ ১ অক্টোবর বিশ্ব রক্তদান দিবসকে সামনে রেখে ধর্মনগর ভলেন্টিয়ারী ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন প্রদ্যুৎ দে সরকার, ভাইস চেয়ারপার্সন মঞ্জু রানী নাথ, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারী ডক্টর অরুনাভ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল কান্তিনাথ এবং আজকের অনুষ্ঠানের কনভেনার দেবব্রত নাথ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ধর্মনগর ভলেন্টিয়ারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চম্পু সোম। অনুষ্ঠানে রক্তদানের পাশাপাশি রক্তদান নিয়ে আলোচনা, কুইজ প্রোগ্রাম এবং বিশিষ্টদের সম্মাননার পাশাপাশি সংগীত পরিবেশন করা হয়। উপস্থিত অতিথিদের কথায় উঠে আসে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা। কারণ ধর্মনগরের জেলা হাসপাতালে রক্তের জোগান অনেকটাই কম। সেই কারণে সবাইকে রক্তদানের মাধ্যমে জীবনদান করে মানুষের জীবনকে বাঁচানোর আহ্বান জানানো হয়। পূর্বে সংখ্যালঘু মুসলিমরা রক্তদানে তত বেশি একটা উৎসাহী ছিল না। কিন্তু বর্তমানে মুসলিমরা রক্তদানে উৎসাহ সহকারে এগিয়ে আসছে। হযরত মহম্মদ এর জন্মদিনে যেভাবে দুর্গাপুরে ৫৯ ইউনিট রক্তদান করা হলো তা দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। একসাথে ৫৯ ইউনিট রক্ত কোন সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া ধর্মনগর ব্লাড ব্যাংকের কাছে একটা মহান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এক ঘন্টার শ্রমদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছবি-নিজস্ব।

কুখ্যাত নেশা কারবারির হাতে অপহৃত যুবক, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১ অক্টোবর। ত্রিপুরা রাজ্যের কুখ্যাত গাঁজা ও ইয়াবা ট্যাবলেট ব্যবসায়ী রিপন হোসেন এবং শাহ পরানদের নেতৃত্বে বিহারে পুটিয়ায় যুবককে গোপন আস্তানা আটকে রেখে মোটা অংকের মুক্তিপন চাওয়া হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাজ্যের সোনামুড়া মহাকুমার অন্তর্গত বক্সনগর আর ডি ব্লকের অধীন সীমান্তবর্তী গ্রাম পুটিয়া অবস্থিত। পুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নেহেরা খাতুনের ছেলে মনসু আহমেদ(২৫)। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় বহিরাজ্যের চেন্নাইয়ে কর্মরত। ১০/১১ মাস ধরে মনসু আহমেদ চেন্নাইয়ে কাজে যুক্ত। তিনি চেন্নাই থেকে বাড়ি ফেরার খবরটি জানতো গাঁজা বেপারী রিপন হোসেন এবং শাহ পরান। তারা মোবাইলে মনসুর সঙ্গে যোগাযোগ করে বলে অভিযোগ।

অভিযোগে জানা গেছে, চেন্নাই থেকে বিহার হয়ে মনসু-কে পুটিয়া গ্রামে ফিরতে বলেছেন গাঁজা বেপারিরা। তাঁকে বিহারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবেন প্রজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর। এবছর নেহেরু যুব কেন্দ্র আয়োজিত ' বর্তমান সময়ে গান্ধীজীর আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ' শীর্ষক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় রাজ্যস্তরে প্রথম স্থান অর্জন করে প্রজ্ঞা মজুমদার, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। আজই সে আজ দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। আগামীকাল, ২ রা অক্টোবর দিল্লির সংসদ ভবনে আয়োজিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে প্রজ্ঞা ।

ভারত সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেহেরু যুব কেন্দ্রের রাজ্য অধিকর্তা শ্রীমতি জবা চক্রবর্তী এসংবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্যের যুবক-যুবতীদের চরিত্র গঠন, মানসিক শক্তির বিকাশ, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যুবসমাজ তৈরি ও সামাজিক জীবনের উন্নতিকল্পে নেহেরু যুব কেন্দ্র নিয়মিতভাবে এইরকম অনুষ্ঠান করছে।

নেহেরু যুব কেন্দ্রের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, আগরতলার মিলন সংঘ এলাকার নিবাসী পার্থ মজুমদার এবং রুপালি সরকারের জেষ্ঠা কন্যা কুমারী প্রজ্ঞা মজুমদার মনিপুরের রিমস কলেজে এমবিবিএস কোর্সে চূড়ান্ত বর্ষে পাঠরত। পড়াশোনার পাশাপাশি শৈশব থেকেই সে নাচ, গান, ছবি আঁকা, নাটক, সাঁতার অনুশীলন করে আসছে। নৃত্য, সংগীত ও চিত্রাঙ্কনে বিশারদ ডিগ্রী অর্জন করেছে সে। অভিনয় ক্ষেত্রেও প্রতিভার ছাপ রেখে চলছে প্রজ্ঞা। মঞ্চে প্রথম অভিনয় করে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াকালে। পরবর্তীতে, রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় " বেস্ট অফ দা বেস্ট " অভিনেত্রীর শিরোপা অর্জন করে। ভীষ্মদেব স্মৃতি নাটক প্রতিযোগিতা, আন্ত: অফিস নাটক প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিকভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান অর্জন তার অভিনয় দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। তেমনি, প্রথম বারের মতো নাটক লিখেই কুমারী প্রজ্ঞা রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার লাভ করে।

৬০ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে সূর্য জাগরণ যাত্রা করবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ অক্টোবর। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আগামী ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে ত্রিপুরাতে সূর্য জাগরণ যাত্রা। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে উত্তর জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের সদস্যরা এই কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন। সকাল ১১টায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অফিস গৃহে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর জেলা সভাপতি বিনোদ রঞ্জন নাথ, জেলা সম্পাদক মনোজ ধর এবং জেলা বজরং দলের সংযোজক বিশ্বজিৎ মালাকার। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে এবং আগামী ২০২৪ শে যে রাম মন্দির অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে তাকে সামনে রেখে এই সূর্যজাগরণ যাত্রা শুরু হচ্ছে বলে জানা গেছে। সাত অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ত্রিপুরার প্রতিটি জেলা প্রদক্ষিণ করে ১৪ অক্টোবর রাজধানী আগরতলাতে হবে রাজ্য সমারোহ। মূলত হিন্দু সমাজকে জাগ্রত করা মূল লক্ষ্য এবং হিন্দু সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করা মূল প্রয়াস বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

সাত অক্টোবর থেকে ধর্ম রথের যাত্রা শুরু হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে, ৭ অক্টোবর দুপুর একটায় ঊনকোটি জেলা থেকে ধর্মরথ আনন্দবাজারে প্রবেশ করার মধ্যে দিয়ে উত্তর জেলা প্রদক্ষিণ শুরু হবে। আনন্দবাজারে এই রথকে বরণ করে নিতে উপস্থিত থাকবেন সাধুসন্তরা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য সদস্যারা এবং বজরং দলের সদস্যরা। তাছাড়া দক্ষিণ অসম প্রান্তের সংগঠনমন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র মন্ডল উপস্থিত থাকবেন বলে জানানো হয়েছে। এদিকে, দুপুর দুইটায় হাফলং এর চিন্তা লোহার ভবনে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হবে। ধর্মপুর জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এক স্বাগত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুপুর তিনটায় ধর্মনগর বিধানসভায় প্রবেশ করবে। একই দিনে দুপুর সাড়ে তিনটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশিষ্ট জুয়েলারি সংস্থাগুলির মধ্যে শীর্ষে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর। দেশের নামকরা গয়না প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স আজ অন্যতম শীর্ষস্থানে পৌছাতে পেরেছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে "জেম অ্যান্ড জুয়েলারি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া"- এর দেওয়া এক বিশেষ স্বীকৃতির কারণে।

সম্প্রতি মুম্বাইতে জিও ওয়ার্ল কনভেনশন সেন্টারে এক জমকালো অনুষ্ঠানে 'জেম অ্যান্ড জুয়েলারি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া"র ' তরফ থেকে ভারতবর্ষের সেরা

৩০ জুয়েলার্সদের সম্মানিত করা হয়। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - এর হাতেও ভারতবর্ষের অন্যতম জুয়েলার্স -এর পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স সারা দেশে নির্বাচিত কয়েকটি গয়না প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেমন অন্যতম, তেমনই কলকাতার ৩টি শীর্ষস্থানীয় জুয়েলার্সের মধ্যে একটি হিসাবে সম্মানিত হয়।

এই সংস্থা এমন এক গয়না প্রস্তুতকারী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।